ম্যানিয়া

স্ত্রীভূমিকা-ও-দৃশ্যপট-বর্জিত
ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী রসনাটিকা

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

রীডার্স কর্ণার
৫, শঙ্কর ঘোষ লেন :: কলিকাতা ৬

আমার শিক্ষাগুরু

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকৃষ্ণ বরাট মহাশয়

প্রধান শিক্ষক ঃ "বয়েজ ওন হোম," দমদম,

যিনি 'মাষ্টার' সেজে শাসন না ক'রে

"জীবেনদা" হ'য়ে ঃ আমাদের স্নেহ করতেন,

আর, দূর ক'রেছেন আমার ছোটবেলাকার

নানারকমের **ম্যানিয়া,**

এবং

যাঁর ইচ্ছায় এই নাটিকাখানি

লিখতে ব্রতী হ'য়েছিলাম আমি,

তাঁরই শ্রীচরণে

আমার এই রসনাটিকা

"ম্যানিয়া"

ভক্তিভরে আমি অর্পণ করলাম।

—কুমারেশ—

আমার ছোট বন্ধুরা !

এটা তোমরা নিশ্চয়ই বোঝো—কোনো গল্পের বই প'ড়ে শুধু নিজে নিজেই আনন্দ পাওয়া যায় ; কিন্তু একখানা অভিনয় উপযোগী নাটিকা হাতে পেলে, তা প'ড়ে তো আনন্দ পাওয়া যায়ই, তা' ছাড়া আরো পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে আনন্দ ক'রে অভিনয় ক'রে আরো দশজনকে আনন্দ দিতে পারো। সেকথা ভেবেই এই হাসি-ভুলে-যাওয়া দেশে তোমাদের অভিনয়ের জন্যে এই 'ম্যানিয়া' রস-নাটিকাখানি লেখা। এতে শুধু হাসিই নয়, শেখবারও অনেক কিছুই আছে।...অভিনয়ের সুবিধার জন্যে নাটিকাখানিতে সীন-সীনারীর হ্যাঙ্গাম করিনি।

ভালো কথা, এ নাটিকাটি অভিনয় করবার জন্যে কোনো রকম অনুমতি নেবার দরকার নেই। তবে, কবে এবং কোথায় অভিনয় করেছো জানালে খুসী হবো।

ভালোবাসা নাও। ইতি—১লা আশ্বিন ১৩৫৪

৪৫। এ, গড়পার রোড,
কলিকাতা—৯

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

—পরিচয়—

হরিহর—মানসিক রোগগ্রস্ত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক।

ন'কড়ি—হরিহরের পুরোনো চাকর।

পশুপতি (বা পুষ্পরেণু)—হরিহরের ভাইপো। কবি।

বিপদভঞ্জন—হরিহরের জানিত ভদ্রলোক। টোটকা-বিশ্বাসী।

ডাক্তার।

কবিরাজ।

কবিবন্ধুদ্বয়।

রচনাকাল ঃ ডিসেম্বর ১৯৪০

প্রথম অভিনয় ঃ স্থান—বয়েজ ওন হোম, দমদম।

তারিখ ঃ ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৪১

সভাপতি ঃ জাস্টিস সি. সি. বিশ্বাস

—কী কী জিনিষ লাগবে—

দু'টি—টাইমপীস্ ঘড়ি

কতকগুলি ওষুধের শিশি—খালি ও রঙিন জল ভরা

একটি সেলফ

একটি চেয়ার

একটি টেবিল

পঞ্জিকা

বাটি, গেলাস, থালা, ছাই ও শালপাতা

নয়টি কড়ি (মালা করে গাঁথা)

স্টেথিস্কোপ্

একটি মোটা লাঠি

একটি ফুলের তোড়া বা গুচ্ছ

খাতা-কলম

খবরের কাগজ

গোটা পাঁচেক কাঁচা টাকা ও খুচরো পয়সা

একখানা পাঁচ টাকার নোট ।

ম্যানিয়া

[ঘরের এক কোণে চেয়ার টেবিল এবং আর এক কোণে সেল্‌ফ্; সেল্‌ফে নানারকমের নানা সাইজের শিশি বোতল। এক দিকের দরজা দিয়ে হরিহর বাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, নাকের ডগায় চশমা, চুল এলোমেলো, গলায় মাফ্‌লার, গায়ে গরম জামা, কাপড় উঁচু করে পরা, পায়ে মোজা ও চটি। ডানহাতে লাঠি, বাঁ হাতে একটি টাইম-পীস; গলায় হাতে মাদুলি তাবিজ। একবার ঘড়ি দেখেই চিৎকার করতে লাগলেন।]

হরিহর। আর মাত্তর পাঁচ মিনিট বাকি! একটা বাজতে মোটে পাঁচ মিনিট বাকি! আমার ওষুধ খাওয়া হলো না যে! কী করি? কী করি? (ডাকতে লাগলেন) এই কড়ি-কড়ি, ধ্যেৎতেরি—ক' কড়ি তাও মনে নেই ছাই! যেম্‌নি হয়েছে পোড়া মন—তেম্‌নি হয়েছে পোড়া চাকরের নাম। এককড়ি, না তিন কড়ি, না পাঁচকড়ি—না সাত কড়ি—মনেই করতে পারছিনে। দেখি ব্যাটা পাজি-শ্রেষ্ঠ গেল কোথায়!

[প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকলো: 'হরিহর বাবু আছেন?']

হরিহর। কে? কে ডাকছেন?

[নেপথ্যে] আমি?

হরিহর। 'আমি' কে? নাম বলুন।

[নেপথ্যে] আমি কবিরাজ।

হরিহর। ওঃ, কবিরাজ মশায়। আসুন, আসুন—দরজা খোলাই আছে—

[কবিরাজের প্রবেশ। মাথায় টিকি, তাতে ফুল বাঁধা, বগলে পঞ্জিকা। হাতে ওষুধের মোড়ক। গায়ে চাদর]

কবিরাজ। নমস্কার! ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

হরিহর। নমস্কার! আসুন! ডেকেছিলাম রোগের বিষয়ে পরামর্শ করতে।

কবিরাজ। কেমন আছেন?

হরিহর। আছি ভালোই—তবে বিশেষ ভালো নেই।

কবিরাজ। অর্থাৎ? ভালো আছেন, অথচ ভালো নেই—এর অর্থ?

হরিহর। অর্থই তো বোধগম্য হচ্ছে না।

কবিরাজ। এ আপনি কী বলছেন? আয়ুর্বেদ ঔষধ সেবন ক'রেও উপকৃত হবেন না? কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! জানেন? যে শাস্ত্র দ্বারা আয়ুর হিতাহিত এবং রোগসমূহের নিদান ও প্রশান্তির উপায় অবগত হওয়া যায় সেই শাস্ত্রকে পণ্ডিতগণ আয়ুর্বেদ বলেন :

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিধানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্বেদ উচ্যতে॥

আর সেই আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ সেবন করে আপনি বলেন

কি না—উপকার পাচ্ছেন না? এ অসম্ভব। এ নিশ্চয় কোনো অনিয়ম হচ্ছে। মনে হয় ঔষধ সেবনে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটছে।

হরিহর। কখনই নয়। এই দেখুন—আমার নিজের হাতে ঘড়ি! আমার চাকরকে পর্যন্ত ঘড়ি কিনে দিয়েছি—পাছে ওষুধ খাওয়াতে অনিয়ম হয়। এই তো, আপনার ওষুধ খাবার সময় হলো—ঠিক একটা বেজেছে! কড়ি, ক'কড়ি যেন? ক'কড়ি যেন? ধ্যেৎ তেরি—কড়ি—কড়ি—

[নেপথ্যে] এজ্ঞে, যাই!

[ন'কড়ির প্রবেশ। খালি গা। কাপড়ের এক প্রান্ত গলায় জড়ানো। গলায় দড়ি দিয়ে ছোট একটি টাইম পীস্ ঝোলানো মাদুলির মতো। তার কাপড়ের এক প্রান্তে নয়টি কড়ি বাঁধা। বাঁ হাতে খল, ডান হাতে নুড়ি, ওষুধ ঘস্‌ছে। এক গ্লাস জল কাঁখে বাঁ কনুই দিয়ে চাপা আছে]

হরিহর। তুই ক' কড়ি যেন?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ন'কড়ি। বাপমায়ে ন'কড়ি নাম র‍্যাখেছেলো।

হরিহর। তা এতক্ষণ ডাকছিলাম—শুনতে পাসনি হতভাগ্য!

ন'কড়ি। এজ্ঞে, বাসন মাজতেছিলাম—

হরিহর। ব্যাটা মিথ্যাবাদী—পাজি-শ্রেষ্ঠ—সুগর্দভ—হনুলুলু—বাসন মাজতেছিলে তো হাতে ছাই কৈ? জল কৈ? বলি, থুতু দিয়ে মাজতেছিলে নাকি?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, হাত ধুয়ে মুছে এলেম যে!

হরিহর। কেন ধুয়ে এলি ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ডাকলেন যে !

কবিরাজ। আপনিই তো ওকে ডাকলেন।

হরিহর। ও হ্যাঁ, ডেকেছি! কেন ডেকেছি ? হ্যাঁ, ওষুধ খাবো বলে। কৈ, ওষুধ কৈ ? শীগগীর দে ! শীগগীর—দেরি হয়ে গেল। (ওষুধ নিতে যাচ্ছিলেন)

কবিরাজ। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

হরিহর। কেন ?

কবিরাজ। ঔষধের অনুপান ঠিকমতো দেওয়া আছে তো ? বিফলম্ ঔষধম্ বিনানুপানম্।

ন'কড়ি। অনুপান ঠিক দিয়েছি।

কবিরাজ। এটায় আমি—তন্দ্রান্তরোক্তং বৃহল্লবাঙ্গাদ্যং চূর্ণম্ দিয়েছি। এতে শর্করা দিয়েছ ?

ন'কড়ি। শর্করা কী ?

হরিহর। চিনি রে, চিনি !

ন'কড়ি। এজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছি।

কবিরাজ। লবঙ্গ ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, হ্যাঁ।

কবিরাজ। মুরামাংসী ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, দিয়েছি বৈ কি !

কবিরাজ। জটামাংসী দিয়েছ ?

ন'কড়ি। নিশ্চয়ই।

হরিহর। দেখেছেন কবিরাজ মশায়, আমার বাড়ীতে কোনো ভুল হবার উপায় নেই।

কবিরাজ। তা বটে। (হেসে) তবে আপনিই যা লোকের নাম ভুল করেন।

হরিহর। ওটা কী জানেন,—নিজের নামটা মনে রাখতে গিয়ে অন্যের নাম আর মনে রাখতে পারি না।

কবিরাজ। তা যা বলেছেন—শ্রীযুত হরিহরপদ বটব্যাল। মস্ত নাম।

হরিহর। ভুল করলেন, কবিরাজ মশায়। আমার নাম—অধীন শ্রীহীন হরিহরপদরজঃ বটব্যাল।

কবিরাজ। শ্রীহীন কেন ?

হরিহর। হায়, কবিরাজ মশায়, শ্রীহীন কেন তাও আপনাকে বোঝাতে হবে ? শ্রী নেই বলেই তো আপনার ওষুধ খাওয়া।

কবিরাজ। তা যা বলেছেন। হ্যাঁ (ন'কড়িকে) ঔষধে কিঞ্চিত কৃষ্ণগাভীর দুগ্ধ দিয়েছো ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, কী বললেন ?

হরিহর। বলছেন, ওষুধে কালো গোরুর দুধ দিয়েছিস ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, তা তো জানিনে—তবে দুধ সাদা। এখন সাদা গোরুর কি কালো গোরুর তা বলবো কেম্‌নে ?

কবিরাজ। ঐ যা বলেছি—অনুপান ঠিক নেই !

হরিহর। তা হলে উপায় ?

কবিরাজ। উপায় আর কী? এখনকার মতো তো খেয়ে ফেলুন। তবে বিশেষ কোনো গুণ দেবে না।

হরিহর। আর সময়টাও তো কেটে গেল?

কবিরাজ। তার ব্যবস্থা আমার হাতেই আছে। আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ শুভক্ষণ দেখে সেবন করলেও চলে। দাঁড়ান, পঞ্জিকাটা একবার দেখি।

হরিহর। তাই দেখুন একবার। সামনে ওষুধটা এলো, অথচ খেতে পাবো না? তাও কি হয়?

কবিরাজ। (পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে) হ্যাঁ, এই যে রবিবার, ১৩ই মাঘ ১৩৪৭, ইংরাজী ২৬শে জানুয়ারি ১৯৪১ সাল, মাহেন্দ্রক্ষণ। বেলা এখন ক'টা বেজেছে? *

হরিহর। ঠিক একটা বেজে চল্লিশ—সাড়ে চল্লিশ মিনিট—

কবিরাজ। হ্যাঁ, আর বেশি দেরি নেই। মাহেন্দ্রক্ষণ বেলা এক ঘটিকা বিয়াল্লিশ মিনিট সতেরো সেকেণ্ড গতে—হ্যাঁ, এইবার প্রস্তুত হোন। (ন'কড়িকে) এই তুমি ততক্ষণ খুব জোরে ভালো করে ওষুধটা মাড়ো।

[ন'কড়ি প্রাণপণ শক্তিতে ওষুধ মাড়তে লাগলো। হরিহর নিজের হাতের ঘড়ি মন দিয়ে দেখতে লাগলো এবং কবিরাজ একবার নিজের পঞ্জিকা ও একবার হরিহরের হাতের ঘড়ি উঁকি মেরে দেখতে লাগলো]

হরিহর। সময় প্রায় হয়ে এলো, আর আধ মিনিট—

* যে তারিখে অভিনয় হবে সে তারিখটা এখানে বলা যেতে পারে।

কবিরাজ। হ্যাঁ, প্রায় হয়ে এলো—

হরিহর। ন'কড়ি ভালো করে ওষুধ মাড়্—

ন'কড়ি। (ঘসতে ঘসতে) এজ্ঞে, মাড়্ছি—

হরিহর। এইবার পুরো বিয়াল্লিশ মিনিট হোলো—

কবিরাজ। আর ১৭ সেকেণ্ড—

হরিহর। ৫—৬—৭—৮—৯—১০—১১—১২—১৩—১৪—১৫—১৬—১৭ সেকেণ্ড—শীগগীর ওষুধ দে, দে ! (ন'কড়ির হাত থেকে ওষুধ নিয়ে পান করলেন) আচ্ছা, তুই এখন যা—বাসন মাজগে। হ্যাঁ দেখি, তোর ঘড়িটা ঠিক আছে কিনা (নিজের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে) আধমিনিট শ্লো যাচ্ছে। দেখি, ঠিক করে দিই (ন'কড়ির গলা থেকে টাইম পীসটা খুলে ঠিক করে আবার পরিয়ে দিয়ে) যা, বাসন মাজগে—

ন'কড়ি। এজ্ঞে যাই— (প্রস্থান)

কবিরাজ। এইবার দেখি আপনার হাতটা !

হরিহর। (ডান হাত বাড়িয়ে) হ্যাঁ, দেখুন তো একবার।

কবিরাজ। (নাড়ি দেখতে দেখতে) জানেন, এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নাড়ির গতি বিশ্লেষণ করা বড়ো শক্ত বিদ্যা। যে সে কবিরাজ পারে না। এ ডাক্তারি বিদ্যা নয় যে নল লাগিয়ে চুপি চুপি লুকিয়ে শুনতে হবে দেহের মধ্যে কী ষড়যন্ত্র চলেছে। এ একেবারে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ! নাড়ির গলা টিপে তাদের মনের কথা বার করে নিই। এই নাড়ির কত রকম গতি জানেন—সর্পজলৌকাদিগতং...

[এমন সময় হরিহরের ভাইপো পশুপতি ওরফে পুষ্পরেণুর প্রবেশ। বড়ো বড়ো কোঁকড়ানো চুল, চোখে চশমা, আদ্দির পাঞ্জাবি, কোঁচানো কাপড়, নাগরা জুতা পায়ে। চাদর ভূলুণ্ঠিত। বাঁ হাতে কাগজ কলম ও কোঁচা এবং ডান হাতে একটি ফুলের তোড়া। ফুলের তোড়াটি টেবিলের উপর রেখে কলম মুখের থুৎনির উপর চেপে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করে ভাবতে ভাবতে পায়চারি করতে লাগলো এবং এক এক বার ফুলের তোড়া শুঁকতে লাগলো। কবিরাজ ও হরিহরবাবু বিস্মিত।]

হরিহর। ব্যাপার কী ?

পুষ্পরেণু। কবিতা।

হরিহর। কী হয়েছে ?

পুষ্পরেণু। মিলছে না।

কবিরাজ। তা, ফুল শুঁকছেন যে ?

পুষ্পরেণু। বসন্তের কবিতা কি না।

হরিহর। তবে তো কোকিলও দরকার।

পুষ্পরেণু। পেলে তো হোতো, কিন্তু পাচ্ছি কৈ ?

কবিরাজ। কেন, শেয়ালদার হাটেতে অনেক কোকিল পাওয়া যায় !

পুষ্পরেণু। না, না—সে কোকিলের সাহায্যে কবিতা লেখা যায় না। খাঁচার কোকিল তো "কুহু কুহু" করে না, বন্ধন বেদনায় "উহু—উহু" করে। আর সে "উহু উহু" শুনে বর্ষাকালের

বিরহের কবিতা লেখা যেতে পারে—বসন্তের মিলন কবিতা লেখা যায় না। বুঝলেন ?

কবিরাজ। খুব বুঝলাম।

পুষ্পরেণু। কী বুঝলেন ?

কবিরাজ। বুঝলাম আপনি একজন কবি।

হরিহর। আর ইনি একজন কবিরাজ। এঁকে ডাকা হয়েছে তোমার কবিতা-রোগ দূর করবার জন্যে।

পুষ্পরেণু। আগে উনি বায়ুগ্রস্ত রোগীর বায়ু রোগ সারান তো! আচ্ছা, কবিরাজ মশায়, আপনাদের কবিরাজ বলা হয় কেন ? আচ্ছা, কতগুলি কবিরাজের উপর আধিপত্য করেন কবি-সম্রাট ? আচ্ছা, আপনারা কি কবিতারও চর্চা করেন ?

কবিরাজ। আমরা ঠিক কবিতা চর্চা করিনে, তবে কবিদের কবিতা মেলাবার ওষুধ দিয়ে থাকি বটে।

পুষ্পরেণু। আপনাদের আবার কবিতা মেলাবার কী ওষুধ আছে ? যদি শ্বেত-বরণী ভারতী না সদয়া হন, তবে কে কবে ওষুধ খেয়ে কবি হয়েছে ? তাই যদি হোতো তা হলে আর "মেঘনাদবধ-কাব্য" লেখবার আগে কবি বীণাপাণির সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। পড়েননি সে প্রস্তাবনা ?

(চোখবুঁজে) বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দ মতি

আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে!

ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া

বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)

যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি !
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে, তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্য-রত্নাকর কবি !

[কবিতা আবৃত্তি করতে করতে পুষ্পরেণু তন্ময় হয়ে গেল এবং আবৃত্তির শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকলো]

হরিহর। (ঠাট্টা ক'রে) কবির ভাবসমাধি হয়েছে।

কবিরাজ। তাই তো দেখছি। শুনছেন ?

পুষ্পরেণু। কে ? কে তুমি ?

হরিহর। 'আপনি' বলো।

কবিরাজ। আমি কবিরাজ।

পুষ্পরেণু। (ভাবাবেগে) কবিরাজ ! হে কবিরাজ ! ওষুধ খেয়ে তো কেউ কবি হ'তে পারে না। চাই ভারতীর প্রসন্ন দৃষ্টি।

কবিরাজ। তা ঠিক। তবে এটাও ঠিক, যে শাস্ত্রোক্ত ঔষধ এক কালে মৃত ব্যক্তির জীবন দান করতো, সে শাস্ত্রোক্ত ঔষধ আজকাল কবিতার ছন্দ মিল করতে পারবে না ? নিশ্চয়ই পারবে। বহু আয়ুর্বেদশাস্ত্র আলোচনা ক'রে আমি একটি

অপূর্ব ঔষধ আবিষ্কার করেছি। যে সব আধুনিক কবিরা কবিতা মেলাতে পারে না তারা প্রায় আমার সে ঔষধ ব্যবহার করে।

পুষ্পরেণু। কী সে ঔষধ ?

কবিরাজ। ছন্দ-মিলন বটিকা। অনুপানের একটু হ্যাঙ্গামা, এই যা।

পুষ্পরেণু। কি রকম ?

কবিরাজ। এই যেমন বটিকা প্রথমে খলনুড়িতে উত্তমরূপে পিষতে হবে। পরে তাতে ফুলমধু দিয়ে মাড়্‌তে হবে। পরে কিঞ্চিত শিশিরকণা দিতে হবে। সিকি তোলা ফুলের পরাগ, অভাবে পুষ্পপত্র ভস্ম ভালো করে মিশিয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে খেয়ে নিয়ে মাথাটাকে একবার ঝাঁকিয়ে দিতে হবে, যাতে মগজটা বেশ তোলপাড় হ'য়ে যায়। তারপর দেখবেন তরতর করে কবিতা বেরতে থাকবে!

পুষ্পরেণু। আজকাল কবিরাজরা দেখছি যেমন দরকার মতো পঞ্জিকা বগলে করে বেড়ান তেমনি সময় সময় গঞ্জিকাও সেবন করে থাকেন।

হরিহর। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ভাবেই কথা বলা উচিত।

কবিরাজ। আমারও সেই মত।

পুষ্পরেণু। আমারও, এবং অভদ্রের সঙ্গে অভদ্র ভাবে কথা বলা—

কবিরাজ। কে অভদ্র ?

পুষ্পরেণু। আজ্ঞে, প্রশ্নজিজ্ঞাসক।

হরিহর। তুমি এখান থেকে এখুনি চলে যাও।

পুষ্পরেণু। নিশ্চয়ই যাবো। প্রাণের কবিতা আমার মাথায় উঠে গেছে!

হরিহর। এই কবি-সঙ্ঘ তোমার মাথাটি খেয়েছে।

পুষ্পরেণু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও কবি-সঙ্ঘ তোমার মাথাটি খায়নি।

হরিহর। খায়নি, তবে খাবে। কবি-সঙ্ঘ, না, কপিসঙ্ঘ। তোমার ঐ কপিসঙ্ঘ পাশের ঘর থেকে উঠাতে হবে।

পুষ্পরেণু। অসম্ভব! যার-পর-নাই অসম্ভব!

কবিরাজ। চমৎকার! হরিহর বাবুর ভাইপোটি তো বেশ স্পষ্ট-বক্তা?

পুষ্পরেণু। শুধু স্পষ্টবক্তা নয়—উচিতবক্তাও।

হরিহর। বক্তৃতা জনসাধারণের সামনে মাচায় উঠে করো গে—হাততালি পাবে—এখানে নয়।

পুষ্পরেণু। সে আমি জানি। তবে এটুকু তুমিও জেনে রেখো, কবি-সঙ্ঘ পাশের ঘর থেকে উঠবে না, উঠতে পারে না। কেন উঠবে?

হরিহর। তোমার মাথা খেয়েছে ব'লে—

পুষ্পরেণু। আর?

হরিহর। আমার মাথা খাবে বলে—

পুষ্পরেণু। আর?

হরিহর। আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে বলে—

পুষ্পরেণু। আর কিছু ?

হরিহর। ভীষণ গোলমাল হয় ব'লে—

পুষ্পরেণু। আর কিছু ?

হরিহর। অনেক রাত্তির ধরে আলো জ্বলে বলে—

পুষ্পরেণু। আর কিছু বলবার আছে ?

হরিহর। না।

পুষ্পরেণু। এবার আমি বলি ?

হরিহর। কী বলবে তুমি ?

পুষ্পরেণু। আমি যা বলবো—তা আমি আগেই বলেছি ; তবু আবার বলছি এবং ভবিষ্যতেও বলবো—কবি-সঙ্ঘ উঠতে পারে না, উঠবে না, উঠতে দেব না।

হরিহর। (রেগে) কারণ ?

পুষ্পরেণু। কারণ কাব্য মরে না, কবি অমর। অতএব কবি-সঙ্ঘের ধ্বংস হ'তে পারে না। মানুষের খাদ্যের যেমন দরকার তেমনি দরকার কাব্যের। মানুষকে সে অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত করতে পারো না। কবিগুরু তাই তো বলেছেন—

"মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

হরিহর। (দাঁত খিঁচিয়ে) তার মানে ? তুমি সামনে দাঁড়িয়ে আছ ব'লে তোমাকে কোলে নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে হবে ? নইলে অপমান ?

কবিরাজ। অপমান ? ভাইপোর কাছে খুড়োর অপমান ? একেই বলে কলিকাল।

পুষ্পরেণু। আমাকে কোলে নিয়ে নাচতে হবে না। বেতো কোমরে পারবে কেন ? আর হ্যাঁ, বিদ্রোহী কবির ভাষায় এটাও জেনে রাখো—

"যুগের ধর্ম এই,
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে
পীড়া দেবে তোমাকেই।"

হরিহর। (বিরক্ত হয়ে) দিক পীড়া। এখন বলে নিজের পীড়ার ঠেলায় অস্থির। পায়ে বাত, কোমরে ব্যথা, বুক সাঁই সাঁই, পেট চাঁই চাঁই, মাথা টন টন, কান কন কন। তার উপর তোমার এই কাব্যপীড়া শুনতে আমার ভালো লাগছে না।

কবিরাজ। যা বলেছেন!

পুষ্পরেণু। আর কাব্যপীড়া শুনেও দরকার নেই। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কবিগুরু তো বলেই দিয়েছেন—

আয় তুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।

হরিহর। তাই কর বরং। পুচ্ছটি তোমার উচ্চে তুলে নাচাও গিয়ে। হ-ন-লু-লু কোথাকার!

পুষ্পরেণু। তার মানে?

হরিহর। তার মানে তুমি হনুমানের ভায়রা ভাই—

পুষ্পরেণু। (রেগে) কী তুমি যা তা বলছো? হনলুলু তো একটা দেশের নাম। নাঃ, ঐ গঞ্জিকাসেবক কবিরাজের চড়া দামের সব কড়া ওষুধ খেয়ে তোমার মাথার ঠিক নেই দেখছি!

কবিরাজ। (রেগে) শুনলেন হরিহর বাবু?

পুষ্পরেণু। পুরো নাম না বললে কাকাবাবু আবার রাগ করেন। বলুন হরিহরপদরজঃ বাবু।

হরিহর। তুমি চুপ করো পাজিশ্রেষ্ঠ।

পুষ্পরেণু। বাঃ, তোমার গালাগালিগুলোর তো বেশ বিশেষত্ব আছে! শোনো কাকা বাবু—

হরিহর। কী?

পুষ্পরেণু। আমি তোমার ভাইপো হই—

হরিহর। সেটা আমার দুর্ভাগ্য—

কবিরাজ। ঠিক বলেছেন!

পুষ্পরেণু। আমারও দুর্ভাগ্য যে ভাই-পো হয়ে কাকাকে উপদেশ দিতে হচ্ছে। আর ওসব বাজে ওষুধ খেয়ো না, বাজে পয়সা নষ্ট কোরো না। কবিগুরুর ভাষা একটু বদলে বলি:

"ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো, খুলে রাখো

তোমার ঐ ধড়াচূড়াগুলো। গায়ে লাগুক হাওয়া;
হায়রে ওষুধ! ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলে এ জীবনে
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে—”

[এমন সময় ন’কড়ির প্রবেশ। ওষুধের গ্লাসে ওষুধ ও এক গ্লাস জল]

ন’কড়ি। বাবু, এই নেন ওষুধ।

হরিহর। কোন্ ওষুধ ওটা?

ন’কড়ি। এজ্ঞে, নীল শিশির।

হরিহর। সময়?

ন’কড়ি। স’ছুটো।

হরিহর। (ঘড়ি দেখে) আধ মিনিট এখনও বাকি (ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে) একটু দাঁড়া—এই—এই হয়ে এলো, এই হোলো। দে, শীগগীর দে! (ওষুধ খেলেন)

কবিরাজ। কী ঔষধ ওটা?

হরিহর। হেমো লেসিথিন ফস্‌ফেটস্‌।

কবিরাজ। আমার আয়ুর্বেদশাস্ত্রোক্ত পবিত্র বিশুদ্ধ অমোঘ ও অব্যর্থ ঔষধের সঙ্গে বুঝি ঐ সব ম্লেচ্ছ ঔষধ সেবন করে থাকেন? চরক-সংহিতার পাশে মেটেরিয়া মেডিকা রেখেছেন! সালসার সঙ্গে টনিক!

পুষ্পরেণু। করেছো কী কাকা বাবু—বটিকার সঙ্গে টেবলেট! খলনুড়িও ঘস্‌ছো আর—shake the bottleও করছো!

এ যেন কবিরাজের টিকির সঙ্গে ডাক্তারের নেকটাই বাঁধা পড়েছে !

হরিহর। চুপ করো কবি কালিদাস। শুনুন কবিরাজ মশায়, আপনার ওষুধে কোনো গুণ না পেয়েই আমার এক বন্ধুর পরামর্শে এই টনিকটা খাচ্ছি।

কবিরাজ। আমার ঔষধে আর গুণ পাবেনও না। আমি আর আপনার চিকিৎসা করতে পারবো না।

পুষ্পরেণু। এত দিনে কাকাবাবুর বাঁচবার আশা হোলো। আচ্ছা, আসুন তবে কবিরাজ মশায়। নমস্কার !

কবিরাজ। হ্যাঁ, নমস্কার হরিহরবাবু।

পুষ্পরেণু। বলুন হরিহরপদরজঃবাবু।

হরিহর। আপনি কি সত্যিই চলে যাচ্ছেন ?

কবিরাজ। নিশ্চয়ই ! যেখানে আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধের অপমান, সেখানে কবিরাজ থাকে না। এই দেখুন আমি যাচ্ছি—

পুষ্পরেণু। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি—আর একটু জোরে যান। আর দেখুন বাড়ী গিয়ে এবার থেকে একটু-আধটু কাব্য চর্চা করবেন—আপনার ঐ ছন্দমিলন বটিকা খেয়ে।

কবিরাজ। তুমি নিপাত যাও ! (প্রস্থান)

পুষ্পরেণু। (চেঁচিয়ে) শীগগীর সে রকম কোনো আশা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

হরিহর। কবিরাজ চলে গেল ! (ভাবতে ভাবতে চেয়ারে বসলেন)

পুষ্পরেণু। তাই তো গেল দেখলাম। তাতে কী হয়েছে? কবিরাজ গেল—কবিসম্রাট আসবে।

হরিহর। কবিসম্রাট তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

পুষ্পরেণু। না, না, আমি কবিসম্রাট নই, আমি শুধু কবি। আধুনিক তরুণ কবি।

হরিহর। হ্যাঁ, এ কালের ডেঁপো কপি।

পুষ্পরেণু। যা তা বলো না বলছি। এমন করে অপমান করো না কিন্তু!

ন'কড়ি। এজ্ঞে, আমি তবে যাই, বাসন মাজিগে।

হরিহর। হ্যাঁ যা! হ্যাঁ,—ভালো কথা—কখন কোন্ ওষুধ খাওয়াতে হবে মনে আছে তো?

ন'কড়ি। এজ্ঞে হ্যাঁ।

হরিহর। গুঁড়োটা খাওয়াবার কথা কখন?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, আধ ঘণ্টা পরে।

হরিহর। ট্যাবলেট?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, সোয়া-তিনটেয়।

হরিহর। পাঁচনটা কখন?

ন'কড়ি। চারটে বেজে দশ মিনিট।

হরিহর। বড়িটা?

ন'কড়ি। পৌনে ছ-টায়।

হরিহর। মালিশ?

ন'কড়ি। শোবার সময় রাত্তির ন'টায়—

হরিহর। সেঁক ?

ন'কড়ি। তখনই।

হরিহর। হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা কখন খেতে হবে—মনে আছে তো ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, সকালে বাসি পেটে।

পুষ্পরেণু। সারাদিনটা দেখছি ওষুধ খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছ ; তা হ'লে ভাত খাবে কখন ?

হরিহর। ভাত খাবো কখন ? তুমি তো আমার ভাত খাওয়াই দেখছো। তুই আবার দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? যা, বাসন মাজগে যা।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, যাই। (ঘড়ি দেখে) তিন মিনিট তো কেটে গেল হিসেব দিতেই।

হরিহর। আর নিজে যে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলি ! তাতে কিছু হয় না—না ? ব্যাটা ফাঁকিবাজ ! পাজিশ্রেষ্ঠ ! তিন মিনিট বাবুর নষ্ট করা হয়েছে বলে শোনানো হচ্ছে। কেন, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ এগিয়ে নিতে পারো না ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, বাসনে যে এঁটো থেকে যাবে !

হরিহর। এঁটো থেকে যাবে ! ব্যাটা হনলুলু, বেরো শীগগীর !

ন'কড়ি। এজ্ঞে, আরো এক মিনিট গেলো।

[**ন'কড়ি বাইরে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার হরিহর বাবু ডাকলেন**]

হরিহর। আরে, আরে, একটা কথা ভুলে গেলাম যে—আর এই, এই ক'কড়ি, ক'কড়ি যেন ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ন'কড়ি। (আঁচল থেকে ন'টা কড়ি বার করে) এই ছ্যাখেন না আঁচলে ন'টা কড়ি বেঁধে রাখিছি।

হরিহর। বাঃ, বেশ করেছিস্ !

পুষ্পরেণু। ন'কড়ির বুদ্ধি আছে দেখছি ! কবিগুরুর পুরাতন ভৃত্যের কথা মনে পড়ে গেল :

"যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহা কলরবে গালি দেই যবে পাজি হতভাগা গাধা॥
দরজার পাশে দাঁড়ায়ে সে হাসে দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার বড়ো পুরাতন ভৃত্য॥"

হরিহর। দ্যাখ্, তুই এক কাজ কর !

ন'কড়ি। কন্।

হরিহর। কড়িক'টা আঁচলে না বেঁধে মালা গেঁথে গলায় পর্। সব সময় আমার চোখে পড়বে, আর তোর নামও ভুল হবে না। হ্যাঁ, কী যেন তোর নাম--ন'কড়ি, না ? ন'কড়ি, ন'কড়ি, ন'কড়ি। পাঁচ কড়ি, তিন কড়ি, আর এক কড়ি, —ন'কড়ি।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, এখন তবে যাবো ?

হরিহর। কোথায় ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, বাসন মাজতে।

হরিহর। আচ্ছা, যা ! না, না, বরং ডাক্তারবাবুকে একবার

ডেকে আনগে যা !

ন'কড়ি। এখন ?

হরিহর। হ্যাঁ, এখন।

ন'কড়ি। এঁটো বাসন যে সব পড়ে আছে !

হরিহর। থাক পড়ে ! আগে ডাক্তার, পরে বাসন। বুঝেছিস হতভাগ্য। আগে ওষুধ, পরে পথ্য ! আগে জীবন, পরে খাদ্য ! বুঝেছ সুগর্দভ ?

ন'কড়ি। বুঝিছি, কিন্তু বাসনগুলো—

পুষ্পরেণু। বরং সঙ্গে নিয়ে যা, মাজতে মাজতে যাবি।

[ন'কড়ি মুচকে হেসে চলে গেল]

হরিহর। ঠাট্টা হচ্ছে ! ঠাট্টাই তো করবে। ডাক্তার না দেখিয়ে ওষুধ না খেয়ে যাতে মরি, এই তো তুমি চাও।

পুষ্পরেণু। তুমি মরলে আমার ভারী লাভ কিনা ! থাকতো টাকার আণ্ডিল, তখন দেখা যেত। যা ছিলো সব তো গেছে ডাক্তার কবিরাজের পেটে আর ডিস্‌পেন্সরীর ক্যাশ বাক্সে !

হরিহর। ও, তাই বুঝি আমাকে এত অশ্রদ্ধা, এত অবহেলা ?

পুষ্পরেণু। অশ্রদ্ধা অবহেলা নয়—অভিযোগ।

হরিহর। কিসের অভিযোগ ?

পুষ্পরেণু। অভিযোগ এই যে তুমি আমার কবি-প্রতিভাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চাও। তাই কবি-সঙ্ঘের উপর তোমার এত আক্রোশ !

হরিহর। কবি-সঙ্ঘ নয়, বলো কপি-সঙ্ঘ।

পুষ্পরেণু। কাকা, ভালো হচ্ছে না, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! অপমান কোরো না এমন করে। মনে রেখো এটা সাম্যের যুগ। কাউকে অপমান করলে অপমান কুড়ুতে হবে, সম্মান করলে সম্মান পাবে!

হরিহর। কী বললি পশু! আমায় অপমান করবি!

পুষ্পরেণু। পশু বলো না বলছি!

হরিহর। নাম পশুপতি, তা পশু বলবো না তো কী বলবো?

পুষ্পরেণু। আমি ও নাম বদলে ফেলেছি—

হরিহর। তার মানে?

পুষ্পরেণু। কবি-সঙ্ঘ থেকে আমার নাম হয়েছে শ্রীপুষ্পরেণু।

হরিহর। কী? পুষ্পধনু?

পুষ্পরেণু। পুষ্পধনু নয়, পুষ্পরেণু!

হরিহর। ও তো মেয়েদের নাম!

পুষ্পরেণু। না, না, এ হচ্ছে আধুনিক তরুণদের নাম।

হরিহর। কিন্তু এসব তো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। বাপ-মায়ের দেওয়া নাম উঠিয়ে দিলে? এতদিন জানতাম তুমি পশুপতি—আজ হয়ে গেলে পুষ্পধনু!

পুষ্পরেণু। আঃ, পুষ্পধনু নয়, পুষ্পরেণু। কেন? নিজের একটা ভালো দেখে নাম রাখবারও অধিকার নেই নাকি?

হরিহর। নাঃ, তোমার মস্তিকে কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটছে দেখছি।

তোমার জন্যে সত্যিই দুঃখিত, শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত, এবং সত্যি কথা বলতে কী ভীত।

পুষ্পরেণু। আমার জন্যে ভীত হবার দরকার নেই। আর, শোনো কাকু, তোমাকে শঙ্কিতও হতে হবে না। তুমি যদি এই বুড়ো বয়সে শ্রীহীন হরিহরপদরজঃ বটব্যাল এত বড় নামটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারো, আমিও পারবো আমার এই যৌবনে শ্রীপুষ্পরেণু নামটুকু বহন করতে।

হরিহর। তা আর পারবে না—নিশ্চয়ই পারবে! কাছা খুলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে শ্রীমতী পুষ্পরেণু বলে নিজের পরিচয় দিলে মানাবে ভালো।

[এমন সময় বাইরের থেকে কে যেন ডাকলো]

[নেপথ্যে] হরিহরপদরজঃ বাবু আছেন ?

হরিহর। আছি। আসুন, আসুন বিপদভঞ্জনবাবু।

[বিপদভঞ্জন বাবুর প্রবেশ। বেঁটে মোটা চেহারা। গোঁফ আছে। মালকোঁচা মারা। শার্ট গায়ে। কোমরে চাদর এঁটে বাঁধা। বুট বা ডার্বি জুতো পায়ে। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। হাতে বাঁশের লাঠি। দেখলে শক্তিমান বলে মনে হয়। পরের সাহায্য নেন না]

বিপদভঞ্জন। তারপর, কেমন আছেন হরিহরপদরজঃবাবু ?

হরিহর। ভালো না।

বিপদভঞ্জন। কেন ?

হরিহর। এই, হজম হয় না—পেটের গোলমাল···

বিপদভঞ্জন। কেন ?

হরিহর। কী জানি—কেন ?

বিপদভঞ্জন। জানেন না কেন হজম হচ্ছে না ? কিন্তু জানা উচিত—সব জিনিষ জানা দরকার।

হরিহর। ডাক্তার জানে হজম না হওয়ার কারণ।

বিপদভঞ্জন। ডাক্তাররা কিছু জানে না। তারা জানে কেমন করে রোগ বাড়িয়ে দিতে হয়। রোগ বাড়িয়ে দিতে পারলেই তো তাদের লাভ! তাই আমি কী করেছি জানেন ?

হরিহর। কী ?

বিপদভঞ্জন। ডাক্তার বয়কট করেছি।

হরিহর। বলেন কী ?

বিপদভঞ্জন। হ্যাঁ। এদেশে কি আগে ডাক্তার ছিলো ? ছিলো লতাপাতা, আর জানা ছিলো সেই সব লতাপাতার ব্যবহারের প্রণালী। আসল কথা—সব জানা দরকার।

হরিহর। তা বটে।

বিপদভঞ্জন। এই দেখুন না, আমি ডাক্তার কবিরাজের তোয়াক্কাই রাখি না। এতে আমার কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় ?

হরিহর। মোটেই না। আপনি ভাগ্যবান পুরুষ।

বিপদভঞ্জন। কেন ?

হরিহর। কারণ স্বাস্থ্যই সম্পদ।

পুষ্পরেণু। বাস্তবিক !

বিপদভঞ্জন। (হরিহর বাবুকে) এটা কে ?

পুষ্পরেণু। আমি ওঁর ভাইপো হই।

হরিহর। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে—

পুষ্পরেণু। আমারও—

বিপদভঞ্জন। কেন ?

হরিহর। আমাকে মোটেই মানে না।

পুষ্পরেণু। আমাকেও।

বিপদভঞ্জন। তোমাকে মানতে যাবেন কেন ?

পুষ্পরেণু। আমাকে 'আপনি' বলবেন।

বিপদভঞ্জন। কেন ?

পুষ্পরেণু। এটা সাম্যের যুগ। আমরা সবাই সমান।

"আমরা সাম্যের গান গাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

হরিহর। শুনছেন তো ?

বিপদভঞ্জন। এর ওষুধ কী জানেন ?

হরিহর। কী ? বলুন তো।

বিপদভঞ্জন। উত্তম মধ্যম লাঠ্যৌষধম্।

পুষ্পরেণু। কেন ? কোনো রকম লতাপাতার টোটকা ওষুধ নেই ?

বিপদভঞ্জন। তুমি একেবারে বখে গেছ।

পুষ্পরেণু। বখেছি নিজের চেষ্টায়—আপনার চেষ্টায় নয়। আবার

বলছি—আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন।

বিপদভঞ্জন। যদি না বলি ?

পুষ্পরেণু। আমিও বলবো না। কারণ আমরা সবাই সমান, সবাই মানুষ।

হরিহর। তুমি অত্যন্ত বেয়াদব !

বিপদভঞ্জন। এবং অভদ্র।

পুষ্পরেণু। আমরা দু'জনেই।

হরিহর। চুপ কর তুমি ! তারপর, বিপদভঞ্জনবাবু কেমন আছেন ?

[পুষ্পরেণু ফুল শুঁকতে শুঁকতে পায়চারি করতে লাগল]

বিপদভঞ্জন। আমি ? আমি খুব ভালো আছি, অত্যন্ত ভালো আছি। (বুক চিতিয়ে) কেন, আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না ?

হরিহর। তা' পারছি।

বিপদভঞ্জন। এ স্বাস্থ্য কী করে পেলাম জানেন ?

হরিহর। কী করে ?

বিপদভঞ্জন। স্রেফ খেয়ে, ব্যায়াম করে, আর ঘুমিয়ে। খাবেন, যা প্রাণে চায় খাবেন।

পুষ্পরেণু। ক্ষিদে না পেলেও খেতে হবে ?

হরিহর। প্রাণে তো অনেক কিছুই খেতে চায়, বদ হজমের ভয়ে খেতে পারি কৈ ?

পুষ্পরেণু। হায়, হতভাগ্য খুল্লতাত !

বিপদভঞ্জন। বদ হজমের ভয় করবেন না—খুব হাঁটুন, বেড়ান

—আপনিই হজম হয়ে যাবে। আজকাল ছোঁড়াগুলো এক পা যেতে হলেই বাসে উঠবে; তাই তো সব অমন চেহারা, অমন স্বাস্থ্য। লিকলিকে দেহ, ফুঁ দিলে উড়ে যায়! চোখে চশমা, দৃষ্টিশক্তি নেই! গোঁফদাড়ি কামানো; চুল বাবরি করে ছাঁটা; বোঝা যায় না ছেলে না মেয়ে। মুচকে হাসে, কথা বলে আস্তে আস্তে।

হরিহর। কথায় কথায় কবিতা বলে, ফুল শোঁকে, আর কবিতা লেখে! এরা সব বিধাতার অনাসৃষ্টি।

পুষ্পরেণু। অতএব বিধাতা তোমাদের মতো প্রাচীনপন্থী নন—আধুনিক পন্থী।

হরিহর। কেন?

বিপদভঞ্জন। কারণ?

পুষ্পরেণু। অনাসৃষ্টি অনিয়ম করাই হচ্ছে আধুনিক রীতি। আমরা আধুনিকরা চাই অন্ধ নিয়মের নিয়ম-ভঙ্গ,—অর্থাৎ তোমাদের মতে অনিয়ম! আর তোমরা প্রাচীনরা চাও তোমাদের মতে আধুনিক অনিয়মের নিয়ম-ভঙ্গ অর্থাৎ সেই অন্ধ নিয়ম। আমরা নতুন কিছু চাই, তোমরা নতুনকে দেখে ভয় পাও। তোমরা ভীরু। বিদ্রোহী কবি কি সাধে বলেছেন?—

"আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল!
আমি দলে যাই বন্ধন
যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল॥"

হরিহর। তা হ'লে কবিতার মিলের জন্যে আর বাবাজীবনের অত ফুল শোঁকবার করুণ চেষ্টা কেন ? অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখো না ?

পুষ্পরেণু। তাই লিখবো, তবে অমিত্রাক্ষরে নয়, গদ্য ক'রে।

বিপদভঞ্জন। গদ্য করে পদ্য লেখা !

হরিহর। সোনার পাথর বাটি !

পুষ্পরেণু। ক্ষতি কী ? বাটিতে জিনিষ রাখা গেলেই তো হোলো —যে জন্যে বাটিটা করা। এই আধুনিক কবিতাকে বলে 'গদ্য কবিতা।' আমাদের কবি-সঙ্ঘের অনেকেই আজকাল এ রকম কবিতা লিখে থাকেন। এতে প্রাণের কথা খুলে লেখা যায়, মিল করতে মাথা ঘামাতে হয় না।

বিপদভঞ্জন। ও, এটা ঠিক তা হ'লে কবিতা নয় ?

হরিহর। হ্যাঁ, 'গবিতা' বলা যেতে পারে—

[এমন সময় ন'কড়ির প্রবেশ]

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

হরিহর। ডেকে নিয়ে আয়। [ন'কড়ির প্রস্থান]

বিপদভঞ্জন। আমি তা হ'লে যাই।

হরিহর। কেন ?

বিপদভঞ্জন। যেখানে ডাক্তার থাকে সেখানে বিপদভঞ্জন থাকে না। আমি চললাম, নমস্কার ! [প্রস্থান]

হরিহর। নমস্কার !

[ডাক্তার বাবুর প্রবেশ। হাতে স্টেথিস্‌কোপ। পরিধানে স্যুট]

ডাক্তার। হিয়ার মিঃ বটব্যাল ! গুড্ ডে !

হরিহর। আসুন, আসুন, নমস্কার ডাক্তারবাবু।

পুষ্পরেণু। ঠিক বলেছেন কাকা বাবু। বাঙালীর সঙ্গে বাঙলাতেই কথা বলা উচিত। কিন্তু আমরা যেন বাঙলা বলতেই ভুলে যাচ্ছি ! কাউকে ঠিক মতো বোঝাতে হ'লে ঠিক তার বাঙলাটা মনে পড়ে না, ইংরেজী করে বোঝাই। গালাগালি দিতে গেলে হিন্দীতে দিই। বিদ্যে জাহির করবার জন্যে সংস্কৃত আওড়াই। আমরা খবর রাখিনে বাঙলা ভাষায় কত রত্ন লুকোনো ! সাধে কি আর কবি দুঃখ করেছেন—

"হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

সাধে কি আর একজন কবি বলেছেন—

"আ মরি ! বাঙলা ভাষা !
মোদের গরব মোদের আশা।"

হরিহর। তোমাদের কবিতা কপচানো হয়েছে বক্তিয়ার খিল্‌জি ?

পুষ্পরেণু। ও, আমি ভুলে গেছলাম এটা বেনাবন ! মুক্তো ছড়ানো বৃথাই হয়েছে।

হরিহর। আর ছড়িয়েও দরকার নেই ! বেরোও এখান থেকে !

ভদ্রলোকেব সঙ্গে কথা বলতে শেখনি পর্যন্ত !

পুষ্পরেণু। তা শিখিনি বটে, কেমন করে তেতো অপ্রিয় কথাকে মিষ্টির প্রলেপ দিয়ে বলতে হয়। মিছবিব ছুরি চালনা শিক্ষা করতে হয় বৈকি।

হরিহর। আচ্ছা, এখন আর বাক্যেব ছুরি চালনা করতে হবে না। বেরোও এখান থেকে !

পুষ্পরেণু। বেবোচ্ছি। তোমরা ভদ্রলোকেব কথা বলো। অভদ্র বিদায় হচ্ছে। ততক্ষণ একটা গদ্য কবিতা লিখলে বাঙলা সাহিত্যের উপকার হবে।

হরিহর। সেই ভালো ছাইত্য করো গে যাও। আমার কাঁধ থেকে নেবে গিয়ে মা সবস্বতীর শ্রাদ্ধ করগে যাও।

পুষ্পরেণু। তোমার যখন ছেলে নেই তোমার শ্রাদ্ধটা আমিই করবো, আর আজীবন শ্রদ্ধা করবো বাণীকে। হ্যাঁ, মনে রেখো আমার কবি-সঙ্ঘ যেন না ওঠে। [প্রস্থানোদ্যত]

হরিহর। সে আমার মনেই আছে।

ডাক্তার। উনি কে ?

হরিহব। আমার অকাল সুপক্ক কপি-শ্রেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র !

পুষ্পরেণু। (ফিরে এসে) আধুনিক তরুণ কবি। স্পষ্ট এবং উচিত বক্তা এবং সেই কারণে খুল্লতাত ও বহু মাননীয় ভদ্রলোকের চক্ষুশূল ! আপাততঃ বিদায়। [প্রস্থান]

হরিহর। এত বড় বেয়াদপ পাজি-শ্রেষ্ঠ হয়েছে ভাইপোটা যে কহতব্য নয়। (সহাস্যে) হ্যাঁ, তারপর, ডাক্তারবাবু,

আপনি এসেছেন, বড় ভালো হয়েছে ! (মুখ গোমড়া ক'রে) দেখুন তো একবাব নাড়ীটা। এ দুদিন আবার জ্বর হচ্ছে না কেন ? মহা ভাবনা হয়েছে।

ডাক্তার। ভাবনা ? ভাবনা কিসেব ? জ্বব হয়নি, এতো আনন্দেব কথা—happy news.

[এমন সময় ন'কড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। এবার টাইমপীস তাব কোমবে বাঁধা, গলায় নয়টি কড়িব মালা। হাতে কাগজেব মোড়কে গুঁড়ো ও জল-ভবা গেলাস]

ন'কড়ি। বাবু সব্বনাশ হইছে !

হরিহর। (ভয়ে) কী রে !

ডাক্তার। ব্যাপার কী ? What's the matter ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, সব্বনাশ !

হরিহর। তা' খুলেই বল্ না।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, এই ছ্যাখেন ! (ঘড়ি দেখালো)

হরিহর। দেখছি তো ঘড়ি কোমরে ঝুলিয়েছো।

ডাক্তার। কেন ? Why ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ঠিক সময় মতো ওষুধ খাওয়াবার জন্যি।

ডাক্তার। Oh, I see (হাসলেন)

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ভালো করে ঘড়ি ছ্যাখেন। সাড়ে তিনটে বাজি গেছে। শীগগীর নেন, খান। (গুঁড়ো দিলে)

হরিহর। (গুঁড়ো নিয়ে) অ্যা, তাই তো ! (নিজের হাতের টাইম পীস দেখে) এঃ, তিনটে পঁইত্রিশ হয়ে গেছে—পাঁ—চ—

মি--নি—ট দেরি। কী হবে ? তাই বুঝি পেটের মধ্যে ভুট ভাট্ করতে আরম্ভ হোলো ? কী হবে—কী হবে ডাক্তার বাবু ?

ন'কড়ি। কী হবে ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার। কিসেব গুঁড়ো ওটা ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, বাবু জানেন।

হরিহর। ওটা অম্লহারী চূর্ণ।

ডাক্তার। I see. আপনি এ্যালোপ্যাথির সঙ্গে কবিরাজিও চালিয়েছেন ! You are making a mess of the whole thing ! I am really very sorry for you, Mr. Batabyal.

হরিহর। না, না, 'সরি' হবেন না ডাক্তার বাবু। এটা ঠিক ওষুধ নয়।

ন'কড়ি। বাবু খেয়ে নিন শীগগীর ! (ঘড়ি দেখে) তু'মিনিট কেটে গেল !

হরিহর। ডাক্তার বাবু ! (সঙ্কুচিত ভাবে)

ডাক্তাব। কী ? What ?

হরিহর। খাবো ?

ডাক্তার। You may ! পয়সা দিয়ে যখন কিনেছেন—

হরিহর। খাই তবে ?

ডাক্তাব। নিশ্চয়ই, of couise (গম্ভীর হয়ে)

ন'কড়ি। শীগগীর খান্ !

হরিহর। (জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে) তাহোলে খেলাম (গুঁড়ো খেয়ে ন' কড়ির হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে জল খেয়ে গ্লাস ফেরৎ দিলেন) আঃ! এতক্ষণে ভুট্ ভাট বন্ধ হোলো। উঃ, পেটের মধ্যে যেন এতক্ষণ কুরুক্ষেত্র চলছিল। বাপস্! (পেটে হাত বুলোতে বুলোতে) বাঁচলাম—এতক্ষণে বাঁচলাম! হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার বাবু, বলুন তো আমার এ তুদিন একেবারেই জ্বর হচ্ছে না কেন? প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে থারমেণ্টার—

ডাক্তার। থারমেণ্টার নয় থার্মোমিটার।

হরিহর। ঐ হোলো। প্রায়ই ঘণ্টা খানেক ধরে বগলে চেপে দেখছি মোটে ৯৬ ডিগ্রী।

ডাক্তার। এ তো ভালো খবর, good news.

হরিহর। না, ডাক্তার বাবু! তেড়ে জ্বরটা এলে তবেই তো শরীরের গ্লানিটা বেরিয়ে যেতো।

ডাক্তার। কেন? আপনি কি শরীরে কোনো গ্লানি feel করেন?

হরিহর। তা ঠিক করিনে।

ডাক্তার। তবে? Then?

হরিহর। কিন্তু গ্লানিটা বেরোয় নি তো!

ডাক্তার। সে বেরিয়ে গেছে—that has gone out.

হরিহর। কী করে বেরুলো—কখন বেরুলো?

ডাক্তার। জ্বরের সময় ঘামের সঙ্গে—with perspiration.

হরিহর। তাই নাকি? তা হ'লে তো আরো জ্বর হলেই ভালো হতো, আরো গ্লানি বেরুতো।

ডাক্তার। তা হয় না—that's absurd.

হরিহর। কেন হবে না? জ্বর হবার ওষুধ দিন না!

ডাক্তার। জ্বর হবার ওষুধ কোথায় পাবো?—There is no such medicine.

হরিহর। তা কি হয়? জ্বর সারাবার যখন ওষুধ আছে, জ্বর হওয়ারও তখন নিশ্চয়ই ওষুধ আছে।

ডাক্তার। (ভেবে) আচ্ছা, বলছেন যখন, let me think over it.

হরিহর। (ট্যাঁক থেকে ৪৲ টাকা ডাক্তারের হাতে দিয়ে) জ্বরের ওষুধ একটা চাই-ই কিন্তু! আমার অনুরোধ।

ডাক্তার। (হেসে) All right! আপনার চাকরকে আমার ডিসপেন্সারীতে পাঠিয়ে দিন। আচ্ছা, Good bye.

(প্রস্থান)

হরিহর। হ্যাঁ, নমস্কার! (ন' কড়ির দিকে লক্ষ্য পড়লো) ব্যাটা সুগর্দভ! তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? তোর জন্যেই তো আমার আজ অম্লহারী চূর্ণ খেতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, আমার দোষে পাঁচ মিনিট, আর আপনার দোষে দু'মিনিট—সাত মিনিট।

হরিহর। আমার দোষের কথা পরে হবে। তোর কেন দেরি

হোলো তাই বল শীগগীর। অমন ঘড়ি কিনে দিয়েছি, আমি নিজে ঘড়ি হাতে করে নিয়ে লক্ষ্য রাখছি—তবু ওষুধ খাবার সময়ই যত গোলমাল? নাঃ, পাজিশ্রেষ্ঠ সুগর্দভ হনুলুলু আমায় বাঁচতে দেবে না দেখছি!

ন'কড়ি। এজ্ঞে, বাসন মাজতেছিলেম যে!

হরিহর। সারাদিন ধরে শুধু বাসনই মাজতেছো?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ডাক্তার আনতে গেলেম যে!

হরিহর। তা, ডাক্তার ডাকতে ডাকতে বাসন মাজা যায় না? না, বাসন মাজতে মাজতে ডাক্তার ডাকা যায় না? আমাকে বোকা বোঝাচ্ছো—ব্যাটা হতভাগ্য!

ন'কড়ি। এজ্ঞে, যাবে না কেন? তা হ'লে এঁটো বাসন আর জলের বালতি সঙ্গে নিতে হয়।

হরিহর। বটে! কথা শিখেছো দেখছি! তা, বাসন মাজা হয়নি, তবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো কেন? এতক্ষণ বাসন মাজতে পারতে না?—ব্যাটা ফাঁকিবাজ!

ন'কড়ি। এজ্ঞে, দেখাবো বলে।

হরিহর। কী দেখাবি?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, কড়ির মালা (গলার মালা দেখালো) আপনার কথা মতো মালা গাঁথি পরিছি।

হরিহর। ওটা ক' কড়ির মালা?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ন'কড়ির।

হরিহর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ন'কড়ি। যা, এখন যা—বাসন মাজগে

য্যা ! (ন'কড়ি প্রস্থানোদ্যত) ভালো কথা, একদম ভুলে গেছি, এই—এই হনুলুলু—

ন'কড়ি। (সামনে ফিরে) এজ্ঞে !

হরিহর। ক' কড়ি তুই ? (মালাগুণে) হ্যাঁ, ন'কড়ি—একটা কাজ করতে হবে।

ন'কড়ি। কন্—

হরিহর। এখন বাসন মাজা থাক্। এখন একবার ডাক্তারের কাছে যা। জ্বর হবার ওষুধ আনতে হবে।

ন'কড়ি। জ্বর হবার ওষুধ !

হরিহর। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ—জ্বর হবার ওষুধ। সে ওষুধ খেলে, দেখিস, কেমন দরদর করে ঘামের সঙ্গে গ্লানি বেরোবে। যা, শীগগীর যা !

ন'কড়ি। কিন্তু বাসন মাজা ?

হরিহর। আরে ব্যাটা, আগে ওষুধ, পরে বাসন। মরেই যদি যাই তো খাবে কে তোর থালায় ? এই নে একটা পাঁচ টাকার নোট। নিয়ে যা। ওষুধের কত আবার দাম লাগে ছাখ্।

ন'কড়ি। এজ্ঞে যাই—

হরিহর। হ্যাঁ, যা ! আমি ততক্ষণ বাড়ীর মধ্যে গিয়ে থারমেণ্টারটা দিয়ে দেখিগে জ্বর ওঠে কিনা। ডাক্তারগুলো কেবল জ্বর সারাতেই জানে—বাড়াতে জানে না।

[হরিহরের প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়ে পুষ্পরেণুর প্রবেশ]

পুষ্পরেণু। কাকা কৈ রে ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

পুষ্পরেণু। এখন আসবে ?

ন'কড়ি। না।

পুষ্পরেণু। তবে গদ্য কবিতাটা তোকেই শোনাই। কাকা বাবুকে পরে শোনাবো। (হঠাৎ লক্ষ্য করে) এ কী রে! টাইমপীস তো দিব্যি বাবাতুলির মতো গলায় ঝুলছিল, হঠাৎ কোমরে বন্দী হলো কেন ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, গলায় যে কড়ির মালা !

পুষ্পরেণু। ও, বেশ হয়েছে! যেমন মনিব, তার তেমন চাকর। বেশ মানিয়েছে !

আহা, কিবা মানিয়েছে রে !
ওহো কিবা মানিয়েছে !
যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু
কৃষ্ণের পাশে বলরাম।
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি
আর টপ্‌পার সুরে হরিনাম।
যেন কপির সঙ্গে মটরশুঁটি
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম।
যেন মুড়ির সঙ্গে পাঁপড় ভাজা
আর মদের সঙ্গে হরিনাম।
যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা।

যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম।
যেন বিয়ের সঙ্গে রসনচৌকী
আর মরণ কালে হরিনাম।
বাহবা রে বাহবা!

[ন'কড়ির থুৎনি ধরে আদর করলো।]

ন'কড়ি। এ তো বেশ ছড়া! আপনি ন্যাখেছেন বুঝি?

পুষ্পরেণু। না রে! এ এক সেকেলে কবি লিখেছেন। আমার কবিতা শোনাচ্ছি শোন্।

ন'কড়ি। আমার কিন্তু দেরি হয়ে যাবিনি!

পুষ্পরেণু। (হেসে) কি? বাসন মাজতে?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, বাসন আর মাজতে পারলাম কৈ? এখন যাতি হবি ডাক্তারখানায়।

পুষ্পরেণু। ও, ডাক্তারখানায়! সে পরে গেলেও চলবে। তুই বরং কবিতা শোন, জীবনে কাজে লাগবে। হ্যাঁ, তুই আমার প্রথম শ্রোতা। (কাগজ বার করে) এটা একটা কবিতা। মিল নেই দেখে ভুল করিস নে যেন। এ কবিতা ফুল জ্যোৎস্না কোকিল নিয়ে নয়। বুঝেছিস? সে সব উঠে গেছে। আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে কবিতা মিলিয়ে সময় নষ্ট করবার মতো সময় কৈ? যা বলতে হবে, সোজা সরল করে বলতে হবে। তাই আধুনিক গদ্য-কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছি। এসব কবিতায় কল্পনার আগেই কলম চলে। লেখা দরদর করে আপনিই বেরোয়।

ন'কড়ি। যেমন ঘামের সঙ্গে গেলানি বেরোয় দরদর করে?

পুষ্পরেণু। দূর ব্যাটা! আগে শোন তো—পরে বলিস কেমন লাগলো।

ন'কড়ি। কিন্তু আমি কি আর বুঝতে পারবো ?

পুষ্পরেণু। খুব পারবি। কেন পারবিনে ? চাকর বলে ? জানিস, 'আমরা সব সাম্যের গান গাই' ? আমাদের কাছে চাকরে মনিবে কোনো ভেদাভেদ নাই। নইলে তোকে আমি কবিতা শোনাতে যেতাম ? শোন—কবিতার নাম—

ন'কড়ি। কী ?

পুষ্পরেণু। 'হাওড়ার পুল।'

ন'কড়ি। হাওড়ার পুল! (অবাক হয়ে)

পুষ্পরেণু। হ্যাঁ, হ্যাঁ—শোনই আগে। (অঙ্গভঙ্গি করে পড়তে লাগলো)

হে ঈশ্বর।

[ন'কড়ি করযোড়ে প্রণাম করলো]

হে দাম্ভিক ঈশ্বর!

ন'কড়ি। এ্যাঁ, কন্ কী!

পুষ্পরেণু। শোনই আগে—

বিংশ শতাব্দীতে তোমার
নির্লজ্জ পরাজয়।
দৈত্য দেবতার সেই পৌরাণিক যুদ্ধ
আধুনিক যুগেও চলেছে।

যন্ত্রদানবের কাছে তুমি আজ বিজিত
হে গর্বিত দেবতা !
তব নদনদী তাই আবদ্ধ যন্ত্রদেবতার
লৌহের শৃঙ্খলে ।
প্রমাণ ? হাওড়ার পুল । বিংশ শতাব্দীর
যান্ত্রিক সভ্যতার বিজয়নিশান ।
মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি—
অজস্র লোকের মাঝে
ছেলেমেয়ে আর নারীপুরুষের মাঝে—
মোটরবাসের মাঝে
লরী ট্যাক্সি আর রিক্‌সার মাঝে ।

ন'কড়ি । (ভয়ে) গাড়ী চাপা পড়বেন না ?

পুষ্পরেণু । দূর ! আমি কি সত্যিই সেখানে দাঁড়িয়ে আছি ?
শোন তো—
পুলিশ সার্জেণ্ট
জাহাজের ধোঁয়া, হুইসেল, নৌকা,
গঙ্গার সোনালি ঢেউ আমার চারিদিকে ।—
তবু, তবু আমি দাঁড়িয়ে আছি হাওড়ার পুলে ।
হে বিধাতা !
পারো তুমি যন্ত্রদেবতার এই যান্ত্রিক সৃষ্টি
ভেঙে ফেলে প্রতিশোধ নিতে ?

পারো না।

তুমি অক্ষম !

ন'কড়ি। এ যেন কেমন কেমন হোলো ! (করযোড়ে প্রণাম করে) ভগবানের বিষয়ে কি ঐ সব ব্যাখ্যা উচিত ?

পুষ্পরেণু। আরে, এটুকু জানিসনে ?—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, শুন হে মানুষ ভাই !'

ন'কড়ি। তা কি হয় দাদাবাবু ? ভগবান উপরে না থাকলে কখনো চলে ? এই তো আমাদের দেশে নিতাই মণ্ডল তার ভেয়ের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে একদিনও ভোগ করতি পারলো না। অমন দমকা জোয়ান ছেলে বার পাঁচ-সাত পায়খানায় গিয়েই মরে গেল।

পুষ্পরেণু। ও সব কুসংস্কার।

ন'কড়ি। তা হবে ! আচ্ছা আমি যাই—

পুষ্পরেণু। কবিতাটা কেমন হোলো রে ?

ন'কড়ি। কবিতা কৈ ? ও তো ঠ্যাটারের মতো বললেন। কবিতা একে কয়—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥"

আহা কী সুন্দর ! (করযোড়ে প্রণাম করে) আচ্ছা, আমি যাই—(ঘড়ি দেখে) প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল।

পুষ্পরেণু। তা যাস এখন। কিন্তু একটা কথা আছে তোর সঙ্গে—

ন'কড়ি। কী কন্ !

পুষ্পরেণু। কাকাবাবু আমার কবি-সঙ্ঘ পাশের ঘর থেকে উঠিয়ে দেবেন বলেছেন। কী করি বল তো! কাকাবাবুর সঙ্গে আমার মতের মোটেই মিল হয় না।

ন'কড়ি। খবরদার! ঝগড়া করবেন না—মতের মিল করে চলবেন।

পুষ্পরেণু। কেন রে?

ন'কড়ি। বলি বাবুর তো আর ছ্যালেপুলে নেই।

পুষ্পরেণু। তা তো নেই—

ন'কড়ি। তা বাবুর সব তো আপনিই পাবেন।

পুষ্পরেণু। আরে কী ঘোড়ার ডিম আছে যে পাবো? যা ছিলো সবই তো গেছে ডাক্তার কবিরাজের পেটে আর ডিসপেন্সারীর ক্যাস বাক্সে।

ন'কড়ি। আপনি কন কী? বাবুর বোধহয় এই এত টাঁকা (ছু'হাত বিস্তার করে দেখালো) আমি হচ্ছি বাবুর খাস চাকর; তার সাথে সাথে ছায়ার মতো ফিরি। আমার থেকে তো কেউ বেশি খবর জানতি পারবিনি!

পুষ্পরেণু। এখনও এত টাকা আছে? অ্যাঁ!

ন'কড়ি। আছে মানে? ছ্যালো, আছে, আরো হচ্ছে। কী জানি কেন প্রায়ই দেখি লোক এসে বাবুকে টাকা দিয়ে যাচ্ছে,—পাঁচশো, সাতশো, হাজার!

পুষ্পরেণু। এ্যাঁ, এত টাকা! আচ্ছা তুই যা।

ন'কড়ি। হ্যাঁ, যাই (ঘড়ি দেখে) ওঃ, অনেক দেরি হয়ে গেছে, প্রায় উ-নি-শ—সাড়ে উনিশ মিনিট। (প্রস্থান)

পুষ্পরেণু। (আপন মনে চঞ্চল হয়ে) এ্যাঁ, এত টাকা! এ্যাঁ, এত টাকা! কাকাবাবুর এত টাকা! আমার কাকাবাবুর এত টাকা! আর আমি তাকে এতদিন পাত্তাই দিইনি! ইঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। দারুণ ভুল হয়েছে, নিদারুণ ভুল হয়েছে, ই-স্-স্!

[প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় তার দু'জন বন্ধুর প্রবেশ। তাদের চেহারাও এলোমেলো। কবি কবি ভাব]

১ম বন্ধু। এই যে পুষ্পরেণু এখানে।

২য় বন্ধু। কী হে! কবি-সঙ্ঘের সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে যে!

পুষ্পরেণু। আর, ভাই, কিছু ভালো লাগছে না। কবি-সঙ্ঘ উঠিয়ে দেবো মনে করছি।

১ম বন্ধু। উঠিয়ে দেবে!

২য় বন্ধু। বলো কী! এ কী কথা শুনি আজি তব মুখে সখা?

১ম বন্ধু। এযে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

২য় বন্ধু। কহ সখা

কহ মোরে সত্য করি

কী হেতু থাকিতে পারে

যার তরে

কবি-সঙ্ঘ হবে ভঙ্গ?

পুষ্পরেণু। একেবারে বন্ধ হবে না। তবে এ বাড়ী থেকে উঠিয়ে দেবো।

১ম বন্ধু। কেন বলো তো?

পুষ্পরেণু। আমার কাকাবাবুর বড় অসুবিধা হচ্ছে। বড্ড গোলমাল হয়। আমার কাকাবাবুর শরীর খারাপ কিনা!

২য় বন্ধু। কাকাবাবু!

তব কাকাবাবু চিররুগ্ন।
সারা দেহে তার নানা রোগ ঝলমল করে
রমণীর দেহে যথা অলঙ্কাররাশি।
কবিরাজ লয়ে কারবার যাঁর
কবির কবিতা কভু সাজে গো তাহারে?
এ হেন কারণে
কবি-সঙ্ঘ হবে ভঙ্গ?
না, না, অসম্ভব, অতি অসম্ভব।
কবি-সঙ্ঘ হলে ভঙ্গ
এই বঙ্গ কবিহীন হবে।
বঙ্গে তবে কে গাহিবে গান?
কে গাঁথিবে কথামালা!
কে পূজিবে বঙ্গবাণী?
কে? কে? সে কথা কি ভাবিয়াছ সখা?

পুষ্পরেণু। ভেবেছি আমি সব। কবি-সঙ্ঘ উঠে যায় সে আমিও

চাই না। তবে এ-বাড়ী থেকে উঠিয়ে নিতে হবে। কাকাবাবু যখন বলছেন।

১ম বন্ধু। ও বাবা! হঠাৎ কাকাবাবুর এত ভক্ত হযে উঠলে কবে থেকে?

পুষ্পরেণু। হাজার হোক্ তিনি গুরুজন। তাঁর কথাটা রাখা কি উচিত নয়? চলো যাই, আর সবাইকে বলিগে।

২য় বন্ধু। একদিন গড়েছিলে যাহা নিজ হাতে
আজ তুমি তাহা চাও ভেঙে দিতে?
দাও!
তব ছাগ, কাটো তুমি ইচ্ছা যেই দিকে
ল্যাজে কিংবা মুণ্ডে।
তবে চলিলাম আমি
ভারতীর একক পূজারী
বিদায়, হে বন্ধু বিদায়। (প্রস্থানোদ্যত)

পুষ্পরেণু। আরে, শোনো, শোনো!

২য় বন্ধু। আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে দিয়ো না বন্ধু বাধা।
(প্রস্থান)

পুষ্পরেণু। (১ম বন্ধুকে) এসো ভাই তুমি আমার সঙ্গে।
(দু'জনের প্রস্থান)

[অপর দিক দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হরিহরের প্রবেশ]

হরিহর। এই যে একটা ভালো বিজ্ঞাপন।

'যকৃতে পিত্ত সঞ্চালন নিয়মিত রাখিতে পারিলে আপনার আনন্দ ও শক্তি বাড়িবে। আপনার উচিত নীল প্যাকেটের লিভার ট্যাবলেট ব্যবহার করা। বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। দাম আট আনা।'

বেশ! বেশ! আজই আনাবো। জায়গাটা ছিঁড়ে রাখি। (ছিঁড়লেন এবং আর একটা পাতা উল্টে) এই যে আর একটা ভালো বিজ্ঞাপন দেখছি!

'হতাশার আশা। দুরারোগ্য রোগ হইতে দুষ্টগ্রহের কোপ হইতে যদি নিজেকে রক্ষা করিতে চান তবে সন্ন্যাসিপ্রদত্ত মাদুলি ব্যবহার করুন। মূল্য নাই—অমূল্য। শুধু পূজার জন্য পাঁচসিকা পাঠাইবেন। সিদ্ধযোগ আশ্রম, অমৃতসর।'

এটাও ছিঁড়ে রাখি (ছিঁড়িলেন) আজই লিখে আনাবো। কত পয়সা রোগের জন্যে খরচ হয়ে গেল। আর এ তো সামান্য পাঁচসিকে পয়সা; তাও ঠাকুরের পূজোর জন্যে।

[এমন সময় ব্যস্ত ভাবে ন'কড়ির প্রবেশ। এক হাতে ওষুধের শিশি। অন্য হাতে পাঁচনের বাটি। ওষুধের শিশি হরিহরের হাতে দিয়ে]

ন'কড়ি। এই নেন নতুন ওষুধ। দাম সাড়ে তিন টাকা। ফেরৎ দেড় টাকা (বাকি টাকা ফেরৎ দিল) ডাক্তার এক্ষুনি খাবার বলিছে আধঘণ্টা অন্তর যতক্ষণ না জ্বর আসে।

হরিহর। (বাটি দেখিয়ে) ওটা কী?

ন'কড়ি । এজ্ঞে, পাঁচন। এটারও খাবার সময় হইছে। চারটে বেজে দশ মিনিট হ'তি আর এক মিনিট বাকি আছে।

হরিহর। এ কোন্ পাঁচনটা ?

ন'কড়ি। ঐ যে, সেদিন এক লম্বাপানা বাবু এসে খাবার বলি গেল। তার নাকি কেডা এই পাঁচন খেয়ে উপকার পেয়েছিলো।

হরিহর। ও, মনোমোহন বাবুর মেজ ভগ্নীপতির খুড়তুতো সেজ ভাই এই পাঁচন খেয়ে উপকার পেয়েছিল।

ন'কড়ি। এজ্ঞে হ্যাঁ। এখন কোনটা আগে খাবেন ?

হরিহর। তাই তো ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে কোনটা ?

হরিহর। তাই তো—কোনটা ?

ন'কড়ি। ওষুধটা আগে দেব ?

হরিহর। কিন্তু পাঁচন পরে খেলে গুণ পাওয়া যাবে না যে।

ন'কড়ি। তবে পাঁচনটা আগে খান।

হরিহর। কিন্তু নতুন ওষুধটা এলো, আগে খাবো না ? হ্যাঁ রে কা করি—ক' কড়ি, হ্যাঁ ন' কড়ি ?

ন'কড়ি। তাই তো কী করি ? হে ছিহরি, বুদ্ধি দাও! আমার ঘটে বুদ্ধি দাও! আমার বাবুর ঘটে বুদ্ধি দাও! এদিকে, যে চারটে বেজে দশ মিনিট হোলো—

হরিহর। হোলো, না, হয়ে গেছে ?

ন'কড়ি। হো—লো!

হরিহর। তা হলে?

ন'কড়ি। তা হলে? কী করি হে ছিহরি, কী করি, হে ছিহরি! ভালো কথা—

হরিহর। কী কথা?

ন'কড়ি। এক কাজ করা যাক্—

হরিহর। কী কাজ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, দুটো ওষুধই মিশিয়ে দেওয়া যাক।

হরিহর। (লাফিয়ে উঠে) ঠিক বলেছিস্, ব্যাটা, ঠিক বলেছিস্। সাধে কি আর তোকে ভালোবাসি, ওরে সুগর্দভ! দে, দে শীগগীর দে, মিশিয়ে দে!

[ন'কড়ি পাচনের বাটিতে এক দাগ নতুন ওষুধ মিশিয়ে দিলে হরিহর খেয়ে ফেললেন। ন'কড়ি চলে যাচ্ছিল]

এই শোন, কোথায় যাচ্ছিস্?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, এখন বাসন মাজিগে যাই—

হরিহর। এখনও বাসন মাজা হয়নি? ব্যাটা পাজিশ্রেষ্ঠ, এজন্যেই তো তোর উপরে আমার রাগ ধরে।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ওষুধ আনতে গেলেম যে!

হরিহর। ও আচ্ছা, এক কাজ কর্।

ন'কড়ি। কন্—

হরিহর। তোর কপি'দাদাবাবুটি কোথায়?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, তা তো জানিনে।

হরিহর। তাকে বলবি আজই যেন পাশের ঘর থেকে তার কপি-

সঙ্ঘ উঠিয়ে দেয়। নইলে কপিসঙ্ঘের সব জিনিষপত্র
ঘর থেকে বা'র ক'রে দেব।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, হঠাৎ ?

হরিহর। ব্যাটা মহা বেয়াদব হয়ে পড়েছে। কথায় কথায় কবিতা—আর আমাকে কেঁয়ারই করে না।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, ও সব ঠিক হয়ে যাবি।

হরিহর। আর যাবে ! এ জন্মে নয়।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, এ জন্মেই যাবি যদি ঠিক মতো প্যাঁচ কষা যায়।

হরিহর। কী করে রে ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, অভয় দেন তো বলি—

হরিহর। বল ন রে ব্যাটা। দেখি সুগর্দভের ঘটে ছিহরি কত বুদ্ধি ঢেলে দিলেন।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, দাদাবাবুর ধারণা, আপনার টাকা পয়সা কিছুই নেই। বলছিলেন সব তো ডাক্তার আর ওষুধে খরচ হয়ে গেছে।

হরিহর। তোকে ও বলেছে বুঝি ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, হ্যাঁ।

হরিহর। ব্যাটা তাই আমাকে কেয়ারই করে না। বড়ো ভুল বুঝেছে বাছাধন !

ন'কড়ি। এজ্ঞে, একশো বার।

হরিহর। আচ্ছা, আমিও উচিত শিক্ষা দিতে জানি।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, মারবেন নাকি? শেষে মারামারি বেধে যাবি? লোকে হাসবে যে!

হরিহর। মারবো, তবে হাতে নয়—ভাতে। আঁতে ঘা দিতে হবে। আচ্ছা, কী। করা যায় বল তো?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, কবো?

হরিহর। বল্ না?

ন'কড়ি। দ্যাখেন, টাকা সবাই চায়। যার টাকা আছে তার বশ সকলেই। জাতে মেথর হলেও টাকা থাকলে পূজো পায়; আর টাকার অভাবে বামুন খায় নাথি। কলি-কালে এই তো হয়েছে।

হরিহর। তা তো হয়েছে—

ন'কড়ি। তাই কচ্ছিলাম, আপনার যে টাকা আছে লোককে তো তা জানাতি হবি। নইলে লোকে মানবি কেনে? আপনার এই পোষাক আষাক দেখে লোকে ভাববি আপনার টাকা পয়সা নেই—

হরিহর। তা কী করতে হবে?

ন'কড়ি। আপনার টাকা আছে, লোককে তা বুঝতে দিতি হবি। দাদাবাবুকেও তা জানাতি হবি, তবে তো তিনি আপনাকে ছেরেদ্দা করবি।

হরিহর। আর ছেরেদ্দা করবে! বলেছে আমার ছেরাদ্দ করবে।

ন'কড়ি। এজ্ঞে, আপনি আমার কথামতো কাজ করেন তো তারপর দ্যাখ্‌বেন এ নাপ্‌তে বুদ্ধির দৌড় কত দূর।

হরিহর। বেশ, বল দেখি কী করতে হবে ?

ন'কড়ি। আপনি ও-পাশের ঘর থেকে গোটা পাঁচেক কাঁচা টাকা নিয়ে কেবল বাজান গে ! দাদাবাবুকে বলিছি আপনার এই এত টাকা (হাত বিস্তার করে দেখালো)

হরিহর। (হেসে) দূর ব্যাটা সুগর্দভ। তুই বলিস্ কী রে ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, এ গরীবের বুদ্ধি ছ্যাখেন না পরীক্ষা করে ! ও পাশের ঘরে গিয়ে বেশ জোরে জোরে ভালো ক'রে বাজান ; ছ্যাখবেন, গরম দাদাবাবু কেমন নরম হয়ে পড়িছেন ; ভক্তির ঠেলা ছ্যাখবেন তখন !

হরিহর। (হেসে) আচ্ছা, দেখি তোর বুদ্ধির কত দৌড়। [প্রস্থান]

[অন্য দিক দিয়ে ন'কড়ি প্রস্থানোদ্যত]

ন'কড়ি। দেখিগে, দাদাবাবু কোথায়। তাকে আবার বাবুর টাকার বাদ্যি শোনাতি হবি।

[এমন সময় পুষ্পরেণুর প্রবেশ]

পুষ্পরেণু। এই যে ন'কড়ি, কাকা বাবু কোথায় বোলতে পারো, আমার কাকা বাবু ?

ন'কড়ি। এই তো এখানেই ছ্যালেন।

পুষ্পরেণু। এখন কোথায় ?

ন'কড়ি। বোধহয় ওপাশের ঘরে টাকাগুলো রাখতে গেলেন—

পুষ্পরেণু। টাকা ?

ন'কড়ি। হ্যাঁ গো দাদাবাবু !

পুষ্পরেণু। টাকা আবার এলো কোথা থেকে ?

ন'কড়ি। কে জানে! একজন মাড়োয়ারী একটু আগে এসে বাবুকে পাঁচশো টাকা দিয়ে তাঁর হাত ধরে কী বলে গেলেন।

[এমন সময় নেপথ্যে ক্রমাগত টাকার আওয়াজ হতে লাগল]

ঐ শোনেন! টাকা বাজিয়ে সিন্দুকে রাখতেছেন।

পুষ্পরেণু। (কাছে সরে গিয়ে কান পেতে শুনে) তাই তো, এ যে ক্রমাগত বেজেই চলেছে! শেষ নেই দেখছি! উঃ, এত টাকা! আহা কী মিষ্টি আওয়াজ! বলতে ইচ্ছে করছে—

টাকা ধর্ম টাকা কর্ম টাকা ব্রহ্মগুরু।
টাকা ইষ্টি টাকা মিষ্টি টাকা কল্পতরু॥

(হঠাৎ জিব কেটে) ইস্, ভুল হয়ে গেছে! আর কবিতা নয়। আমার কাকাবাবু রাগ করবেন। হ্যাঁ রে ন'কড়ি?

ন'কড়ি। এজ্ঞে, কন্।

পুষ্পরেণু। আমার কাকাবাবুর শরীর ভালো আছে তো?

ন'কড়ি। আছেন ঐ এক রকম।

পুষ্পরেণু। হ্যাঁ রে তুই যত্নটত্ন করিস তো?

ন'কড়ি। এই যতটা সাধ্যি হয়।

পুষ্পরেণু। বেশ! বেশ! হ্যাঁ, পায়ের বাত কেমন?

ন'কড়ি। পায়েই আছেন।

পুষ্পরেণু। কাশি?

ন'কড়ি। একটুকু কম।

পুষ্পরেণু। পেট ফাঁপা, অজীর্ণ আজকাল কেমন?

ন'কড়ি। তাঁরা ভালোই আছেন।

পুষ্পরেণু। আচ্ছা, আমি এখন যাই। কাকাবাবু এখন ব্যস্ত আছেন। আমি না হয় পরে আসবো। (প্রস্থানোদ্যত)

[এমন সময় হরিহরের প্রবেশ]

হরিহর। এই যে পশু! না, না। পশু তো না! কী যেন—। ও পুষ্পধনু।

পশুপতি। না, না, আমি পশুপতি।

হরিহর। হঠাৎ আবার পুষ্পধনু, পশুপতি হয়ে গেলে যে? পুষ্পধনু ভেঙে গেল বুঝি? এখন পশুপতি হয়ে ঘাড় মটকাবে নাকি? কী, চুপ করে থাকলে যে! তোমার কবিতা কোথা গেল, কবিবর?

পশুপতি। (মাথা নীচু করে) আর লজ্জা দিয়ো না কাকা বাবু!

হরিহর। লজ্জা? নির্লজ্জের আবার লজ্জা কী? মাথাই নেই তার আবার মাথা ব্যথা?

পশুপতি। আমার ভুল হয়েছে—

হরিহর। ভুল? তোমার ভুল হয়েছে? ভুল তো জানতাম আমারই শুধু হয়।

পশুপতি। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। আমার মন থেকে থেকে বলছে তুমি ভুল পথে যাচ্ছো।

হরিহর। তোমার কপিসঙ্ঘের সভ্যেরা কী বল্‌ছেন? তাঁদের কথাই তো প্রথমে বিবেচ্য।

পশুপতি। ও সজ্ঘটজ্ঞ সব উঠিয়ে দিয়েছি। সবাইকে চলে যেতে বলেছি। বলেছি, আমার কাকাবাবুর শরীর ভীষণ খারাপ। এখানে গোলমাল করা চলবে না !

ন'কড়ি। নতুন ওষুধটা থাকলো। এখন আমি বাসন মাজতে গেলাম। (ওষুধ রেখে ন'কড়ির প্রস্থান)

পশুপতি। হ্যাঁ, তুই যা। কাকাবাবু ?

হরিহর। কী ?

পশুপতি। কাকাবাবু !

হরিহর। বলো না ?

পশুপতি। আমায় ক্ষমা করো। আমি না বুঝে তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছি। বলো, আমায় ক্ষমা করলে ?

[পশুপতি হাঁটু গেড়ে বসলো]

হরিহর। আচ্ছা, করলাম (ধরে উঠালেন)

পশুপতি। (উচ্ছ্বসিত হয়ে) আচ্ছা কাকাবাবু, তোমার বাত এখন কেমন আছে ?

হরিহর। ও আর সারছে না—বেড়েই চলেছে।

পশুপতি। তাই তো মহা ভাবনার কথা ! কোমরে ব্যথা হয়েছিল—কমেছে ?

হরিহর। কৈ আর কমলো ? একই ভাব।

পশুপতি। তবে ওষুধে ফল হচ্ছে কৈ ?

হরিহর। কৈ আর হচ্ছে। যে যা বলছে তাই তো করছি।

পশুপতি। সে তো দেখছি। জ্বরটর হয় না তো ?

হরিহর। সেই জন্যেই তো মহা ভাবনা।

পশুপতি। কেন ?

হরিহর। তেড়ে জ্বরটা এলে শরীরের গ্লানিটা বেরিয়ে যেত। ভিতরে গিয়ে থারমেণ্টার দিয়ে দেখলাম মোটে ৯৬ ডিগ্রী। আজ জ্বর হবার ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু।

পশুপতি। জ্বর হবার আবার ওষুধ কী ? কৈ দেখি ওষুধটা !

হরিহর। ঐ যে ন'কড়ি রেখে গেলো—

পশুপতি। (ঔষুধের শিশি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) এ আবার কী ? শিশির গায়ে লেখা—Juice de Tamarind with Saline. এর মানে—এঁ্যা, এর মানে তো তেঁতুলের রস নোনা জলের সঙ্গে।

হরিহর। এঁ্যা, বলো কী !

পশুপতি। তাই তো দেখছি—নুন তেঁতুল জলে গুলে খাওয়াচ্ছে।

হরিহর। (অভিমান করে) খাওয়াবেই তো ! বুড়ো মানুষকে অসহায় পেয়ে যে যা পাচ্ছে খাওয়াচ্ছে। তোমরা সব থাকতে টাকা দিয়ে নুন তেঁতুল গোলাও খেতে হোলো ! কেউ যে এতদিন দয়া করে বিষ খাওয়ায়নি কেন জানিনে। দেখি একটু চেখে ! (চেখে) এঃ, এক্কেবারে সত্য নুন তেঁতুল গোলা—

পশুপতি। এক দাগ খেয়েছো দেখছি তখন বুঝতে পারনি ?

হরিহর। সে কথা আর বলো না। পাঁচন আর এই ওষুধ

খাবার একই সময় হয়ে গেছলো ; তাই ঐ ছাই—ক'কড়ি যেন—?

পশুপতি। ন'কড়ি।

হরিহর। হ্যাঁ, ন'কড়ির কথামতো একসঙ্গে দুটো জিনিষ মিশিয়ে খেয়েছিলাম।

পশুপতি। তাই ধরতে পারোনি। যাই, দেখি ডাক্তারকে ধরে আনিগে—

হরিহর। তাই যাও একবার। আগে থেকে বলো না যেন কিছু ; শুধু বলো কাকাবাবু ডাকছেন।

পশুপতি। আচ্ছা। (প্রস্থান)

হরিহর। (আপন মনে পায়চারি করতে করতে) উঃ, ডাক্তারটাও দেখছি পাজিশ্রেষ্ঠ হয়ে পড়েছে ! উঃ, কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।—কড়ি—কড়ি—কড়ি—! ক'কড়ি ? হ্যাঁ, ন'কড়ি—ন'কড়ি, শীগগীর আয় একবার ! শীগগীর, ওরে ব্যাটা সুগর্দভ হনুলুলু, শীগগীর আয় ! আমার সব্বনাশ হয়ে গেছে !

ন'কড়ি। (ছাইমাখা হাতে থালা নিয়ে ছুটে এসে) এঁজ্ঞে, কী হয়েছে ?

হরিহর। আর এজ্ঞে কী হয়েছে !

ন'কড়ি। কী হয়েছে কন ?

হরিহর। আমার মাথা হয়েছে !

ন'কড়ি। এঁজ্ঞে, মাথায় হয়েছে ? কী হয়েছে ?

হরিহর। তোর মুণ্ডু হয়েছে!

ন'কড়ি। এঁজ্ঞে, আপনার মাথায় আমার মুণ্ডু হয়েছে? কী যে কন! খুলে কন।

হরিহর। আর খুলে কন! ডাক্তার আমাকে তেঁতুলগোলা খাইয়েছে।

ন'কড়ি। তেঁতুলগোলা?

হরিহর। হ্যাঁ রে! শুধু তেঁতুলগোলা নয়, নুন তেঁতুল-গোলা।

ন'কড়ি। তাতে লঙ্কা টঙ্কা দেয়নি তো?

হরিহর। ঐটুকুই যা দয়া করেছে। লঙ্কা দেয়নি বটে, তবে টঙ্কা নিয়ে গেল ব্যাটা সাড়ে তিনটে আর ভিজিট চারটে, মোট সাড়ে সাতটা, আর তার বদলে দিয়ে গেল কিনা নুন তেঁতুল গোলা!

ন'কড়ি। এজ্ঞে, তাই তো।

হরিহর। আর এজ্ঞে, তাই তো! এই বুড়ো বয়সে তোদের হাতে প'ড়ে সাড়ে সাত টাকা খরচ করে শেষে কিনা নুন তেঁতুল খেতে হলো! হা অদৃষ্ট!

ন'কড়ি। দেখি, একবার ডাক্তারকে ধরে আনিগে।

[এমন সময় নেপথ্যে]

[নেপথ্যে] হরিহরপদরজঃবাবু আছেন?

ন'কড়ি। (দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে) এজ্ঞে, আছেন। আসেন।

[হরিহর পায়চারি করছিল, পূর্বেকার বেশে, বিপদভঞ্জনের প্রবেশ]

বিপদভঞ্জন। কী হোলো ?

হরিহর। আর যা হবার হয়েছে !

বিপদভঞ্জন। কী হয়েছে ?

হরিহর। মহা বিপদ !

বিপদভঞ্জন। (হেসে) আ রে বিপদভঞ্জন তো স্বয়ং উপস্থিত, ভয় কিসের ? বলুন না খুলে ! তবে হ্যাঁ, এখন আপনার ডাক্তার ফাক্তার আসবে না তো ?

ন'কড়ি। ডাক্তার তো এখুনি আসবেন।

বিপদভঞ্জন। তা হ'লে আমার আর বেশিক্ষণ থাকা হবে না। আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ ছিল, তাই আবার ঘুরে আসতে হোলো—

হরিহর। আর বলেন কেন বিপদভঞ্জনবাবু ? আমার দেখা পেতেন কিনা সন্দেহ। ডাক্তার কী করেছে জানেন ?

বিপদভঞ্জন। কী ?

হরিহর। আমাকে নুন তেঁতুল গোলা খাইয়েছে।

বিপদভঞ্জন। নুন তেঁতুল গোলা ! কী সর্বনাশ ! ডাক্তার না তো ডাকাত ! সাধ করে কী আমি বয়কট করেছি।

হরিহর। বাস্তবিক আপনি জ্ঞানী লোক।

বিপদভঞ্জন। আসল কথা কী জানেন ? সব জানা দরকার।

এই ধরুন না কেন, যদি আপনার পেট ফাঁপে, আপনি কী ব্যবহার করবেন ?

হরিহর। ফাঁপে মানে, রোজ ফাঁপে, প্রত্যহ।

বিপদভঞ্জন। কী ব্যবহার করেন ?

হরিহর। একোয়াটাইকোটিস্ কন্‌সেনট্রেটেড। এক আউন্স জলে ২০ ফোঁটা ! তাই তোরে, হ্যাঁ রে ?

ন'কড়ি। এজ্ঞে ২০ ফোঁটা নয়, পঁচিশ ফোঁটা।

বিপদভঞ্জন। আর আমার টোটকা চিকিৎসায় এর ওষুধ কী জানেন ?

হরিহর। কী বলুন তো !

বিপদভঞ্জন। (সুর করে)

"নুন যোয়ানে মিশিয়ে খাবে।
পেট ফাঁপানি ভালো হবে ॥
কিংবা তলপেটটা মালিশ করো
সাবান ঘসা জলে।
পেট ফাঁপাটি যাবে তোমার
দেখবে অবহেলে ॥"

আচ্ছা, এ ওষুধ কিনতে কত খরচ লাগে ?

হরিহর। কত আর ?

ন'কড়ি। ও সবই তো ঘরে আছে।

বিপদভঞ্জন। তবে দেখেছেন ? আসল ওষুধ আপনার ঘরেই

আছে, অথচ ওষুধের নামে ডাক্তার কবিরাজরা সব বিষ খাওয়াচ্ছে। আসল কথা, সব জানা দরকার।

"সে কালের সব বুড়ো বুড়ী
জানতো কত জড়ী বড়ী।
খাটতো নাকো তাদের কাছে
ডাক্তার বদ্যির জারী জুরী॥
এখনও সব পড়ে আছে
পানের বাটায় লতায় পাতায়।
যা খাওয়ালে বিনাকষ্টে
কঠিন রোগও রক্ষা হয়॥"

যাক! বেশ আছি বাবা। এক পয়সার টোটকা ওষুধের কৃপায় বেশ আছি—

[**এমন সময় ডাক্তারের ও পশুপতির প্রবেশ**]

পশুপতি। এই যে ডাক্তার বাবু এসেছেন! রাস্তায় বেরিয়ে দেখি তিনি গাড়িতে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন; আপনার নাম করে ডেকে আনলাম।

বিপদভঞ্জন। আমি তবে যাই হরিহরপদরজঃ বাবু! যেখানে ডাক্তার থাকে—

হরিহর। না, না, আপনি যাবেন না। আমার অনুরোধ—

ডাক্তার। কী ব্যাপার? What's the matter?

বিপদভঞ্জন। Matter গুরুতর।

ডাক্তার। আপনি কে? Who are you, please?

বিপদভঞ্জন। I am বিপদভঞ্জন—a doctor hater.

হরিহর। (কোমরে হাত দিয়ে) ডাক্তার !

ডাক্তার। Yes ?

হরিহর। বলি, আজকাল তেতুলের দর কত ?

পশুপতি। আর নুনের মণ ?

ডাক্তার। তার মানে ? What do you mean by this ?

হরিহর। তার মানে, নুন আর তেঁতুলের মণ কত করে হ'লে এক শিশি নুন তেঁতুল গোলার দাম হয় সাড়ে তিন টাকা।

ডাক্তার। (হেসে) Oh, I see, এই ব্যাপার !

পশুপতি। হ্যাঁ, এই ব্যাপার ! নুন তেঁতুল গোলার আবার ফরাসী নাম হয়েছে Juice de Tamarind with Saline।

ন'কড়ি। এজ্ঞে ! তেঁতুল গোলার আবার অত বড় নাম ! আশ্চর্যি তো !

বিপদভঞ্জন। ডাক্তার না তো ডাকাত !

ডাক্তার। (হেসে) আচ্ছা, হয়েছে আপনাদের বলা ? Have you finished ?—এখন আমাকে বলতে দিন —now let me say.

হরিহর। আপনার কী বলবার আছে ?

ডাক্তার। বলবার আছে বৈ কি, মিঃ বটব্যাল ! আচ্ছা, মিঃ বটব্যাল !

হরিহর। বলুন।

ডাক্তার। আপনাকে বলিনি যে, আপনার জ্বর ছেড়ে গেছে—
It's all right now.

হরিহর। হ্যাঁ, তা বলেছিলেন বটে!

ডাক্তার। আচ্ছা, মিঃ বটব্যাল! আপনাকে এও বলেছি কি—
আপনার আর ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই?—No use taking further medicine—

হরিহর। (মাথা চুলকে) তাও বলেছিলেন বটে!

বিপদভঞ্জন। তাই নাকি?

ডাক্তার। তবু আপনি বললেন তেড়ে জ্বর আসবার ওষুধ দিন, যাতে ঘামের সঙ্গে শরীরের গ্লানি সব বেরিয়ে যায়। What nonsense! বলেন নি, মিঃ বটব্যাল? Yes or no?

হরিহর। (আমতা আমতা ক'রে) হ্যাঁ, তা, বলেছিলাম বটে।

পশুপতি। তা বলে আপনি—

হরিহর। তেঁতুল গোলা জল খাওয়াবেন?

ন'কড়ি। আর দাম ন্যালেন সাড়ে তিন টাকা।

বিপদভঞ্জন। আশ্চর্য!

ডাক্তার। তা কী করবো? What am I to do? এত দিন রোগীর জ্বরই সারিয়ে এসেছি। এ রোগী বলে, আমার জ্বর চাই এবং সে জন্য তিনি আমাকে ভিজিট দিলেন এবং বহু অনুরোধ করলেন। অগত্যা জ্বরের কী ওষুধ দেওয়া যায় চিন্তা করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল

ছোটবেলাকার কথা, লুকিয়ে নুন তেঁতুল মাখিয়ে খেয়ে জ্বরে পড়তাম। কাজেই মিঃ বটব্যালের case-এ ঐ policy-ই adopt কর্‌লাম ; prescribe করলাম নুন তেঁতুল গোলা।

বিপদভঞ্জন। আপনি দেখছি মানুষ খুন করতে পারেন !

ডাক্তার। তা পারি কি না জানিনে, তবে বায়ুগ্রস্ত লোককে সুস্থ রাখবার জন্যে স্রেফ টালা ওয়াটার ওয়ার্কসের জল শিশিতে ভরে ঔষধ বলে খাওয়াতে পারি। Is it not so, Mr. Batabyal ?

বিপদভঞ্জন। আপনি তো মশাই বেশ লোক !

ডাক্তার। যা বলেন ! উনি ওষুধ চাইলেন, ওষুধ দিলাম, দাম পেলাম। চোখের দেখা দেখতে আসি, ভিজিট পাই। এ সুযোগ ছাড়বো কেন ? Why ? আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার কী করা উচিত জানেন মিঃ বটব্যাল ?

হরিহর। কী ?

ডাক্তার। গায়ের ঐ সব ধড়াচূড়ো খুলে ফেলে মনের আনন্দে খাওয়া দাওয়া আর বেড়ানো—

বিপদভঞ্জন। আর, ব্যায়াম করা—এই এমনি করে (ওঠ্‌বোস ক'রে) উঠা বসা ডন ইত্যাদি।

ডাক্তার। ঠিক বলেছেন মিঃ—

বিপদভঞ্জন। আমার নাম শ্রীবিপদভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়— no more a doctor hater.

ডাক্তার। মিঃ বটব্যাল যদি নিয়মিত আহার ও ব্যায়াম করেন তবেই তাঁর এই মানসিক ব্যাধি সেরে যাবে। আর ব্যায়াম করলে শরীর দিয়ে যে ঘাম বেরুবে তার সঙ্গেই আপনার—so-called শরীরের গ্লানি বেরিয়ে যাবে। বুঝেছেন মিঃ বটব্যাল?

হরিহর। আর লজ্জা দেবেন না, ডাক্তার বাবু! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। (গলার মাফলার ও জামা খুলতে খুলতে) বুঝেছেন বিপদভঞ্জনবাবু, আপনার মতো কিঞ্চিত ওঠা বসা ব্যায়াম করাই আমার দরকার হয়ে পড়েছে তবে; নিজের কান ধরে এই এমনি করে (কান ধরে ওঠা বসা করতে লাগলেন)

পশুপতি। আহা—হা! করছো কী, করছো কী! (থামালো)

ডাক্তার। I am sorry for you, Mr. Batabyal, but also happy যে এতদিনে আপনার মনের রোগ সারলো। দেহের রোগের চাইতে মনের রোগ বড় ভয়ানক--it's dangerous।

বিপদভঞ্জন। ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন! আপনি তো মশায় ভালোই দেখছি। আসুন, কাছে আসুন (কাছে এসে আলিঙ্গন করলো) তা হ'লে সব ডাক্তারই খারাপ নয়!

পশুপতি। ডাক্তার বাবু! আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

ডাক্তার। Yes—বলুন!

পশুপতি। আপনি বাঙালীর ছেলে, বাঙালী। বাঙালীর সঙ্গে বাঙলাতে কথা বলেন এই আমার ইচ্ছে—

ডাক্তার। All right—sorry—বেশ, বেশ—তাই হবে। তাই হবে!

বিপদভঞ্জন। তুমি তো বেশ বদলে গেছ ছোক্‌রা!

পশুপতি। (সবিনয়ে) এই আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে।

ন'কড়ি। (মুচকে হেসে) এজ্ঞে, আমি তবে যাই বাসন মাজিগে—

—যবনিকা পতন—